Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

বস্তুগত জগত ও পরকাল

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

বস্তুগত জগত ও পরকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি মহৎ চরিত্রের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: বস্তুগত জগত এবং পরকাল।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

বস্তুগত জগত ও পরকাল

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - ১

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই যে মুসলমানের কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কর্ম

তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলিমকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলিম এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের অন্তরকে সমস্ত নিরর্থক ও অনর্থক পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি,

৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলিম জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম। ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল । সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক

অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড়জগৎ তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর , হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে ।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 2

সহীহ বুখারী, 6416 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পৃথিবীতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিতেন যে, যখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যায় পৌঁছায় তখন তার সকালবেলা বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যদি তারা সকালে পৌঁছায় তবে সন্ধ্যায় তাদের বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যে একজন মুসলিমকে অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদের জীবনকে ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে।

এই হাদিসটি মুসলমানদের দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা সীমিত করতে শেখায়। দীর্ঘ জীবনের আশা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ কারণ এটি একজনকে তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে বস্তুগত জগতে উৎসর্গ করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা নিশ্চিত যে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় রয়েছে।

একজন মুসলমানের এই অস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের এমন একজনের মতো আচরণ করা উচিত যে এটি ছেড়ে যেতে চলেছে, কখনও ফিরে আসবে না। এটি একজনকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে বস্তুজগত লাভের জন্য তাদের

প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 39:

"...এই পার্থিব জীবন শুধুমাত্র [অস্থায়ী] ভোগ-বিলাস, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটি [স্থায়ী] বন্দোবস্তের আবাস।"

আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিস যা জামি আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই পৃথিবীতে এমন একজন সওয়ার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ছায়ার নীচে অল্প বিশ্রাম নেয়। একটি গাছ এবং তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়. এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য মহানবী (সা.) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন যা সকলেই জানেন, স্থায়ী বলে মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুগত জগত কারো কারো কাছে এভাবেই দেখা দিতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

উপরন্তু, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া কাউকে নয়। এর কারণ হল একজন রাইডার পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বিশ্রাম নেবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির থাকার সময় খুব কম। এটা সবার কাছে বেশ স্পষ্ট। এমনকি যারা বয়স্ক বয়সে পৌঁছেছে তারা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি ঝলকানি দিয়ে গেছে। তাই বাস্তবে কেউ বার্ধক্যে উপনীত হোক বা না হোক, জীবন মাত্র একটি মুহূর্ত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগৎ একটি সেতুর মতো যাকে অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেভাবে একজন মানুষ বাসস্টেশনকে তার বাসস্থান হিসেবে নেয় না জেনেও সেখানে তার অবস্থান অল্প সময়ের জন্য হবে, একইভাবে, একজন ব্যক্তি অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে পৃথিবী একটি ছোট স্টপ।

যখন কেউ সারাজীবনের ছুটিতে একবার বেড়াতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা তাদের বিলাসবহুল গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন একটি প্রশস্ত স্ক্রীন টেলিভিশনের উপর ব্যয় সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেল যে পরিষেবাগুলি অফার করে তার সাথে কাজ করে। তারা এইভাবে আচরণ করে যে তারা বুঝতে পারে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী বাড়ি হিসাবে নিতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে এমন একটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী আবাসে পরিণত করবে না। পরিবর্তে, তাদের পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে বিধান গ্রহণের জন্য যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে।

যখনই একজন ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছা করেন তখনই তারা ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...নিশ্চয়ই সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."

এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জিনিসটি বেছে নেন। . দুনিয়া থেকে পরকালের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের মতো অন্যান্য বিধানের প্রয়োজন। তবে যে বিধানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র বিধান যা এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাউকে উপকৃত করবে। এটি ইহকাল এবং পরকালে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু জড়জগৎ কোন ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয় তাই তাদের উচিত আলোচনার মূল হাদীসের উপর আমল করা এবং হয় অপরিচিত বা ভ্রমণকারীর মত জীবনযাপন করা।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হল এমন কেউ যে তাদের হৃদয় ও মনকে তাদের অস্থায়ী বাড়িতে সংযুক্ত করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি একজন কাজের ভিসায় বিদেশে বসবাসকারীর মতো। তাদের কাজের জায়গা তাদের বাড়ি নয়; শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের একটি জায়গা যাতে তারা এটি নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই বিচিত্র দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে গণ্য করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করবে এবং তাদের সম্পদ সংরক্ষণে মনোনিবেশ করবে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা সিংহভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে স্বদেশে ফিরে আসে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। কারণ তারা কাজের ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলমানের উচিত আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিধান অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুজগতের বিলাসিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অনন্ত পরকালের বিধান অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে তবে তারা অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে পরকালে প্রবেশ করবে এবং তাই তারা তাদের মিশনে ব্যর্থ হবে যা মহান আল্লাহ তাদের অর্পণ করেছেন। একজন মুসলমানের নিজের সাথে সৎ হওয়া উচিত এবং দিনের কত ঘন্টা তারা বস্তুজগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তা প্রতিফলিত করা উচিত। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কি না এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

“কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা সবচেয়ে নিচু মানুষ ছিল এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহ সত্যের পথে আহবান করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই তার স্পষ্ট বাণী গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় । এই সতর্কতার একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় বিলাসের জন্য প্রতিযোগিতা করা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেন এবং এর পরিবর্তে পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবকিছুই সত্য হয়েছে। যখন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ এবং বস্তুজগতের আধিক্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে, তারা পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয় যেমনটি তাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা বলেছিলেন। মাত্র কয়েকজন তার উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করেছিল এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিল। এই ছোট দলটি, অর্থাত্ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সৎ পূর্বসূরিরা আখেরাতে মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কারণ তারা কার্যত তাঁর পরামর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অমনোযোগী হয়ে বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা দেয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা হল মুসাফিরের মত দ্বিতীয় মানসিকতা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যক্তি এই জড় জগতকে তাদের বাসস্থান হিসাবে দেখেন না এবং পরিবর্তে তাদের প্রকৃত গৃহের অর্থ, পরকালের দিকে যাত্রা করেন। এই মানসিকতা একজন ব্যাক প্যাকারের মতো যে বিভিন্ন শহরে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাদের কখনই তাদের বাড়ি বলে মনে করে না। তারা তাদের সাথে নিয়ে যায় একমাত্র বিধান যা তারা অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। একজন ব্যাক প্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না জেনে যে এই জিনিসগুলি কেবল তাদের জন্য একটি বোঝা হবে। তারা নিরাপদে তাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যর্থ হবে না। একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান শুধুমাত্র এই জড় জগত থেকে কর্ম এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করে, যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সব কাজ ও কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4104 নম্বর অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8-এ পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মনোভাবটি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। :

“নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, দিন ও রাত হল সংক্ষিপ্ত পর্যায় যেখানে মানুষ পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়। তাই তাদের উচিত প্রতিটি পর্যায়কে সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা। তাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে তাদের যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। এমনকি যদি যাত্রাটি দীর্ঘ দেখায় তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহুর্তের মতো মনে হবে তাই এটি অপ্রস্তুত থাকাকালীন এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে বাধ্যতার মুহূর্ত করা উচিত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে তারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও, কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হতে পারে না কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত তাদের পরিবহন হিসাবে কাজ করে যা তাদের দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, শীঘ্রই একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তারা ফিরে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাল কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত এই পৃথিবীতে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি অব্যাহত রাখে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শের দিকে অগ্রসর হলাম, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এই পৃথিবীতে থাকা দীর্ঘ, কারণ তারা যে কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে, তবুও মনে হয় জীবন এক ঝলকানিতে চলে গেছে। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা সন্ধ্যায় পৌঁছালে তারা সকালে বেঁচে থাকবে। পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার মূল কারণ এই মানসিকতা। যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকাজ সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদের জড়জগতকে সংগ্রহ ও মজুত করতে উত্সাহিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সেখানে অবস্থান করে। এটা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে.

এছাড়াও, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, বেশীরভাগ মানুষ সুস্বাস্থ্যের মূল্য হারানোর পরেই তা উপলব্ধি করে, যা সহীহ বুখারী, ৬৪১২ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করার অর্থ হল একজন মুসলিমকে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বাধ্যতামূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সৎ কাজ করার মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তা আর করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে, তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি আর করতে পারে না। সহীহ বুখারী, 2996 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহার করে না সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য পুরস্কার হারাবে। আসলে তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের চূড়ান্ত অংশ হল, একজন ব্যক্তির উচিত মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা যা সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ধন-সম্পদ, এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা যেমন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। মুসলিমদের জন্য তাদের সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি বিভ্রান্ত হওয়ার আগে, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে থাকে, যেমন বিবাহ। এবং তাদের আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগেই তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। সময়ের সদ্ব্যবহার করা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য কারণ এটি একটি অদ্ভুত পার্থিব আশীর্বাদ, যা অন্য সমস্ত আশীর্বাদের বিপরীতে চলে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে তাদের কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে । যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

জামে আত তিরমিযী, 2403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের জন্য অনুশোচনা হবে। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আফসোস করবে যে, মৃত্যুর আগে তারা বেশি ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি আফসোস করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। এই বিশ্বে লোকেদের প্রায়ই দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একবার একজন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে কোনো কাজ নেই। আফসোস তাদের কিছুতেই সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে, তাদের মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। আগামীকাল পর্যন্ত দেরি করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। একজন মুসলমানের আজকের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাই, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজগুলি করা উচিত, যেমন আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে তবে তারা এটি দেখার জন্য জীবিত নাও থাকতে পারে।

বস্তুজগত - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে, পার্থিব জিনিসের সন্ধান করার সময় একজন মুসলমানকে মধ্যপন্থী হতে হবে কারণ তাদের জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই তাদের কাছে পৌঁছাবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানদেরকে বস্তুগত জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করে না, কারণ এটি একটি সেতু যা একজনকে পরকালের সাথে সংযুক্ত করে। এই সেতু অতিক্রম না করে কিভাবে পরকালে পৌঁছানো সম্ভব? ইসলাম বরং মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে গ্রহণ করতে শেখায় এবং অতিরিক্ত, অপচয় ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে এবং তারপর মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে পরকালের প্রস্তুতিতে তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে, এ থেকে বিরত থেকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, এই পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যাবে, যেমন তাদের রিজিক, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে থেকেই তাদের জন্য বন্টন করা হয়েছে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু একজন ব্যক্তির বিধান নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে না, তাদের প্রচেষ্টা নির্বিশেষে, তাদের তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব অনুসারে এটির জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ আরও বেশি করার চেষ্টা করা কেবল চাপের দিকে নিয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইচ্ছা যা অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু, এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটি পরিবর্তে উভয় জগতে তাদের জন্য আরও চাপের দিকে নিয়ে যাবে। যেখানে, মূল হাদিস মেনে চলা এবং নিজের রিযিকের জন্য পরিমিতভাবে চেষ্টা করা, তারা তাদের বরাদ্দকৃত অংশটি ন্যূনতম চাপের সাথে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে।

বস্তুজগত - 4

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এই ডায়েট প্ল্যানটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের ক্ষেত্রে, সামান্য খাদ্য একটি কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং ইচ্ছা এবং ক্রোধের দুর্বলতা নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম।

এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী সে বিচারের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। তারা বিভিন্ন ধরণের খাবার অর্জন, প্রস্তুত এবং খাওয়ার সাথে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে এতে তাদের সময়, শক্তি এবং অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়। এই মনোভাব একজনকে সাধারণ খাবার খেতেও বাধা দেয়, যেগুলো তৈরি করা সহজ এবং কম সময়সাপেক্ষ এবং কিনতে সস্তা। খাদ্যে বাড়াবাড়ি একজনকে অন্য জিনিসে বাড়াবাড়ি করতে উৎসাহিত করে, যেমন একজনের পোশাক এবং বাসস্থান। ঘুরেফিরে এই মনোভাব একজনকে তাদের অসংযত জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরও সম্পদ উপার্জন করতে উৎসাহিত করে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং আমল করা থেকে আরও বিভ্রান্ত করে যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি তাদের অযৌক্তিক জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের বেআইনি দিকে উত্সাহিত করতে পারে।

মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 5

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে। এবং তারা সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে গিয়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের মতো বৈধ উপায়ে ভরণ-পোষণ করা, তাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি তাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে প্রকৃত ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে, কারণ তারা জিনিসের থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার সম্মানে সমৃদ্ধ করে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্‌ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। কারণ জড় জগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করবে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করবে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি

ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ঢেকে দেবে, এটি তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হল একজনকে সর্বদা এমনভাবে কাজ করা এবং কথা বলা উচিত যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে অযথা বা অযৌক্তিক না হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য তার বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত। পরকালে কারো উপকারে আসবে না এমন কোনো কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনতে হবে। এই পদ্ধতিতে কেউ যত বেশি আচরণ করবে তত বেশি তৃপ্তি পাবে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম তত সহজ হবে। উপরন্তু, তারা পরকালের জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেয় , তাদের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। , কারণ পার্থিব জিনিস কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এটি, সংজ্ঞা অনুসারে, তাদের অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে

হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা উভয় জগতেই বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে, তাদের মনোভাবের কারণে, তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অতএব, এই ব্যক্তি উভয় জগতে চাপ এবং অসন্তুষ্টি লাভ করে।

বস্তুজগত - 6

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে, তিনি আশংকা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদগুলি তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি বৈধ হলেও, এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলি ব্যবহার করা জড়িত। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন অপব্যয় ও অযথা হওয়া, এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা করা তাদের অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন হিংসা, ঘৃণা এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতা এমনকি একজনকে অন্যের ক্ষতি করতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয়

জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এই বিশ্বের একজন ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট না হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠতে পারে পার্থিব আশীর্বাদ পেতে, যেমন সম্পদ পেতে বা ছুটিতে যেতে কিন্তু প্রস্তাব করার পরামর্শ দিলে তারা তা করতে ব্যর্থ হবে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি এর বাইরে চলে যায়, তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাদের আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে বা তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। এটি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে আলোচ্য প্রধান হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। এমন ধ্বংস যা দুনিয়াতে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

বস্তুজগত - 7

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো, যে একটি গাছের ছায়ার নীচে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে রেখে চলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন, যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেদের খেয়াল না করেও দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, ঠিক এভাবেই একজন ব্যক্তির দিন ও রাত কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন, তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আরোহীকে নির্দেশ করেছেন যে কেউ হাঁটছে না, কারণ যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য, ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। তার উপর হতে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল হাদিসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তেমনি একজন মুসলিমকেও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, কারণ যত বেশি কেউ তাদের শক্তি ও সময় উৎসর্গ করবে। এই দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন এবং উপভোগ করার জন্য, তারা তাদের আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে তত কম সময় এবং শক্তি। এই বিভ্রান্তি উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই করবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজনকে মনে রাখা উচিত যে এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত, কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই তাদের প্রচেষ্টা এবং সময়কে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে উত্সর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

“এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

বস্তুজগত - 8

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিভাবে মহান আল্লাহর ভালবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর ভালবাসা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে, যা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে। অর্থ, একজন মুসলিমের উচিত এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। জড় জগতের কোন কিছু যা এই জিনিসগুলিতে সাহায্য করে তা বাস্তবে জাগতিক জিনিস নয়। অতএব, তাদের এড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে যা এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেয় বা বাধা দেয়। যখন কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে।

এভাবেই একজন মুসলিম বিশ্বকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়। এভাবেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে, কারণ এই মনোভাব তাদের তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা মহান আল্লাহর ভালবাসাকে

আকর্ষণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 9

জামে আত তিরমিযী, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিপদ থেকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং সারাদিনের জন্য খাবার খায়, সে যেন পৃথিবী। তাদের জন্য জড়ো হয়েছে।

এই দিন এবং যুগে, যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ অনিরাপদ দেশে বসবাস করছে, একজন মুসলিম যে নিরাপত্তার আশীর্বাদ পেয়েছে তার উচিত তাদের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ থেকে বিরত থেকে। নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তের মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মসজিদে জামাতের নামাজ এবং জ্ঞানের ধর্মীয় সমাবেশের জন্য ভ্রমণের সুবিধা নেওয়া উচিত।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের কাছে এই নিরাপত্তার অনুভূতি প্রসারিত করা, যাতে পুরো সমাজ বিপদ থেকে নিরাপদ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সহজ কথায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে মান্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সুবিধা নিতে হবে, কারণ এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা প্রায়শই সত্যই প্রশংসা করা হয় যতক্ষণ না এটি হারিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তারা অবশেষে তাদের সুস্বাস্থ্য হারালে তাঁর সমর্থন পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে একই সৎ কাজ করার জন্য সওয়াব পাবে যা তারা সুস্থ থাকার সময় করত, এমনকি যদি তারা তাদের অসুস্থতার কারণে সেগুলি আর না করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তাদের এই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করার মধ্যে এই বস্তুগত জগতে নিজের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অতিরিক্ত অপচয় এবং অপচয় এড়ানো যায়।

একজন ব্যক্তির প্রধান উদ্বেগের একটি হল তাদের বিধান। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিদিনের রিজিক পান তার উচিত তাদের অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চিন্তা করা এবং চাপ না দিয়ে আগামীকালের জন্য পরিকল্পনা করা, কারণ তাদের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও একজনকে একটি সরল জীবনধারা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলির জন্য কেউ যত বেশি চেষ্টা করবে, তত বেশি

চাপ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, যে একটি বাড়ির মালিক তার দুটি বাড়ির মালিকের তুলনায় কম চাপ এবং জিনিসগুলি মোকাবেলা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বস্তুগত বিশ্ব - 10

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে এবং নিজেদের কামনা-বাসনা ও অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হালাল অথচ অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের পেছনে ছুটছে। এই আচরণ তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য সঠিকভাবে করতে বাধা দেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দেয়। এটি উভয় জগতে চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা না করে, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

বরং মুসলমানদের উচিত ধৈর্য ধরতে এবং তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শেখা, কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের সমৃদ্ধি। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অর্থ, দরিদ্র, যদিও তার কাছে অনেক কিছু থাকে। ধন। যদিও, সন্তুষ্ট ব্যক্তি লোভী নয়, যার অর্থ অভাবী, এবং এটি তাদের ধনী করে তোলে, যদিও তাদের কাছে এই পৃথিবীর সামান্য কিছু থাকে। একজন মুসলিমের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তা দেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন । নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

বস্তুজগত - 11

সহীহ বুখারী, 6439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছে স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে তারা আরেকটি কামনা করবে এবং ধূলিকণা ছাড়া আর কিছুই তাদের পেট ভরবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন যারা তাঁর কাছে তওবা করে।

এই হাদিসটি অনেক বেশি পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। তাদের সাথে সমস্যা, এমনকি যদি তারা বৈধ হয়, তা হল যে একটি ইচ্ছা পূরণ করা কেবল আরও বেশি করে। একটি দরজা অন্য দশজনের দিকে নিয়ে যায়। এবং এটি কখনই শেষ হয় না যদি না কেউ এই আচরণ থেকে অনুতপ্ত হয় বা যখন তারা মারা যায় এবং তাদের কবরের ধুলো শেষ পর্যন্ত তাদের পেট পূর্ণ করে। হালাল পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিও বেআইনি আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করতে পারে, কারণ অনেক লোক যারা হালাল আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে হারামের মধ্যে শেষ হয়েছিল। একজন ব্যক্তির যত বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে তত বেশি অভাবী হয়, যা দরিদ্র হওয়ার অপর নাম। এই দারিদ্র্য কখনই শেষ হয় না, সে যতই অর্জন করুক বা কত ইচ্ছা পূরণ করুক না কেন। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তির অপরিহার্য চাহিদা পূরণ হয়, কারণ এটি মহান আল্লাহ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু রাজাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন মুসলিমের উচিৎ এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন বাড়াবাড়ি, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে। এবং এই প্রকৃত দারিদ্র্য এড়াতে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হ্রাস করা উচিত এবং পরিবর্তে হৃদয় ও আবেগের নিয়ন্ত্রকের সাথে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজা উচিত, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। উপায় তাকে আনন্দদায়ক. অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিত লাগে না যে, যারা তাদের হালাল বা হারাম ইচ্ছা পূরণে মগ্ন, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তারা কখনই শান্তি পায় না, তারা যতই পার্থিব সম্পদের মালিক হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা মনের শান্তি থেকে সবচেয়ে দূরে এবং উদ্বেগ, চাপ এবং বিষণ্নতার সবচেয়ে কাছের এবং মাদক ও অ্যালকোহলে সবচেয়ে বেশি আসক্ত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

বস্তুজগত - 12

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই উপমা দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় বস্তুগত জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না, কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেই পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়া যায় না কেন, তা সর্বদাই অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হয় না, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোকামি, যেখানে তারা পৌঁছতে পারে না, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করা যা তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অনন্ত পরকালের প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর এক ফোঁটা জলকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

বস্তুজগত - 13

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। একজন সাধারণ জীবনযাপনে যত বেশি মনোনিবেশ করবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা তত সহজ হবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে, তারা পার্থিব জিনিসের জন্য তত কম চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি আখেরাতের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে, তারা তত বেশি চাপে পড়বে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের হিসাব যত কঠোর হবে, তাদের শাস্তি তত বেশি হবে। সহীহ বুখারী, ১০৩ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 14

সহীহ বুখারী, 6501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পার্থিব জিনিস যা সামাজিক মর্যাদায় উত্থিত হয় শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা নিচু করে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের একটি পার্থিব শিক্ষা এবং একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি একজনকে অবৈধ সম্পদ এড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের মতো একজনের দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব বর্ণনা করার একটি উদাহরণ সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মূল হাদিসের অর্থ হল, পার্থিব সাফল্যকে এক নম্বর অগ্রাধিকারে পরিণত করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব সাফল্য লাভ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যাবে। এই বিবর্ণতা ঘটবে যখন কেউ জীবিত থাকবে বা তাদের সাফল্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যখন তারা মারা যাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অগণিত লোক সাম্রাজ্য তৈরি করেছে এবং পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তবুও তাদের সকলেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। কত লোকের নাম এখনও আকাশ

স্ক্র্যাপার জুড়ে প্লাস্টার করা হয়েছে, অল্প সময়ের পরে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে এবং তারা ভুলে গেছে?

এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সমস্যায় পড়লে তাকে সফলতা দেওয়া হবে না। মুসলমানদের উচিত বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং বিপত্তির সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জড় জগতের বরকত ও সফলতাকে কাজে লাগিয়ে আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়াই মূল বিষয়। হালাল পার্থিব সাফল্যের জন্য চেষ্টা করে কেউ এটি অর্জন করতে পারে; অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করে মহান আল্লাহ ও মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুন। এবং তাদের তাদের পার্থিব সাফল্যকে পরকালে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করা। যদি তাদের পার্থিব সাফল্য খ্যাতি বা রাজনৈতিক হয়, তবে তাদের উচিত অন্যদের উপকার করার জন্য তাদের প্রভাব ব্যবহার করা, কারণ এটি তাদের পরকালে সাহায্য করবে। এভাবেই একজন তাদের পার্থিব সাফল্যকে তাদের পরকালের উপকারে ব্যবহার করে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় নিজের উপকার করার লক্ষ্য রাখে সে পরকালে লাভবান হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালে নিজেদের উপকার করার লক্ষ্য রাখে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। এটি অনিবার্যভাবে ম্লান হওয়ার আগে এবং পরে তাদের পার্থিব সাফল্য থেকে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বস্তুগত বিশ্ব - 15

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তার প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, অপচয় এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে শুধুমাত্র যা প্রয়োজন তা অর্জন করে। কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা কোনো প্রকার খ্যাতি বা সামাজিক সম্মান লাভ করা থেকে বিরত থাকে। জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলমানের ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক দুই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ধ্বংস করবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ তর্কাতীতভাবে একজনের বিশ্বাসের জন্য তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি এমনকি খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটি বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যেখানে তারা জড়জগত উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা খোঁজে, তাকে এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু যে ব্যক্তি এটি না চাইতেই তা গ্রহণ করবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 7148 নম্বর, সতর্ক করে যে লোকেরা মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু বিচারের দিন এটি তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে।

এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

সুনাম অন্বেষণও মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ না করে মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাদের কাজের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

খ্যাতি অন্বেষণের ফলে একজনকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করে, যেমন দ্বিমুখী হওয়া, সবাইকে খুশি করার জন্য। এটি অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর কাছে প্রকাশ্যে অপদস্থ হবে। যাদেরকে তারা খুশি করতে চেয়েছিল তারা তাদের সমালোচনা করবে এবং ঘৃণা করবে, এমনকি তারা তাদের কাছ থেকে এটি গোপন করলেও।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল, তাদের মৃত্যু দ্রুত আসে, তাদের শোক পালনকারী কম এবং তারা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তা সামান্য।

তাদের মৃত্যু হঠাৎ আসে যাতে তারা দ্রুত এবং দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর অসুবিধা থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যায়।

তাদের শোককারীদের সংখ্যা কম, কারণ তারা সামাজিক সম্মান খোঁজা এড়িয়ে যায় এবং বেনামী থাকতে পছন্দ করে, কারণ তারা অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি দেখানোর ভয় করত। কিন্তু তাদের কাছে যে কয়েকটি শোক আছে তা অনেক ধনী ও বিখ্যাতদের চেয়ে অনেক ভালো। তাদের কিছু শোককারী তাদের দুঃখে আন্তরিক এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমার জন্য সত্যিকারের প্রার্থনা করে যেখানে ধনী ও বিখ্যাতদের অনেক শোককারী এই পদ্ধতিতে আচরণ করে না।

তারা যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা সামান্য, কারণ তারা তাদের আশীর্বাদের সিংহভাগই আখেরাতের দিকে পরিচালিত করেছে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা যা কিছু রেখে গেছে তা অন্যদের হাতে চলে যাবে যারা আশীর্বাদ উপভোগ করবে যখন তারা, মৃত ব্যক্তি, এটি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবে। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাদের একাকী কবরে কেবল তাদের আমলই তাদের সাথে থাকে। অতএব, তারা তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৎকাজ অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং এর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে যাতে তারা গুনাহ করে। যদিও, তারা উত্তরাধিকার হিসাবে সামান্য কিছু রেখে যায় তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সমর্থন করার জন্য পরকালে তাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে যায়। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 18:

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর। এবং প্রতিটি আত্মা আগামীকালের জন্য কী রেখেছে তার দিকে তাকিয়ে থাকুক..."

পরিশেষে, তারা হয়তো অনেক পার্থিব জিনিস রেখে যেতে পারে না, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি, কিন্তু তারা কল্যাণের বিশাল উত্তরাধিকার রেখে যায়, যেমন চলমান দাতব্য এবং দরকারী জ্ঞান, যা তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে তাদের অবশ্যই এই মৌখিক দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম ছাড়া দাবির কোনো মূল্য নেই। এর একটি প্রমাণ হল এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা যা তার বন্ধুত্বের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে পরকালে তার সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"এবং যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে - তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। এবং তারা উত্তম সঙ্গী হিসাবে।"

বস্তুজগত - 16

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষেধ করে না, কারণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজন হতে পারে। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করে তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং যখন এই জিনিসগুলি কাউকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার থেকে বিরত

রাখার অনুমতি দেয়, পবিত্র কোরআনে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞা দীর্ঘ, কিন্তু সহজভাবে বলতে গেলে, কেউ এটি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করবে। যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, তারা যে নিয়ামত প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। যিনি এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তিনি একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং দেহের অধিকারী হন।

উপরন্তু, একজনের সম্পদ শুধুমাত্র পরকালে তাদের উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করে, তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে নিজেরাই সৎ কাজ না করেন অর্থাৎ উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয় যে, সৎ কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আশা করা যায় যে তারা এ থেকে সরে যাওয়ার পর অন্যরা তাদের জন্য দোয়া করবে। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের

জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র পরকালে যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সম্পদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করা, যেমন তার সন্তানদের শিক্ষার মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যয় করা। নিরর্থক বা পাপপূর্ণ জিনিসের জন্য ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং উভয় জগতে তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা ফরজ দান করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এর উপর দাতব্য।

অধিকন্তু, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য যে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে, তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করেছে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা মানুষকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে, কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অর্থ, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্‌ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই উপকৃত হয় যখন এটি কাউকে ছেড়ে যায়, অর্থাত, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয়, কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, যদি একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। পরকালের চিরন্তন বাসস্থান, তারাও নির্বোধ। এটি কারো কারো মনোভাব, যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য, অথচ পরকালে তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।
এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, সে পাবে। যে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনা দেয় অথচ তাদের জমাকৃত পাপগুলো অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থানকে আরও খারাপ করে তুলবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নেক আমল করা। প্রতিটি

মুসলমানের উচিত মূল হাদিসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং তাই তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা উচিত, তারা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ অস্বীকার করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা

যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

বস্তুগত বিশ্ব - 17

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের ঈমান নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক যেমনটি খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, যেহেতু একজন মুসলমানকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর ধন-সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত, সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলো ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি

আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে, যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টার সাথে আরও বেশি পার্থিব দরজা খোলা এবং ব্যস্ততা জড়িত, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করবে, তত কম মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্যের সন্ধানে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, সে তার দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে

পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয় তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস কখনই একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আলোচ্য প্রধান হাদিসটি যেমন সতর্ক করে বলেছে, একজনের ঈমানের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহুর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় । প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে মর্যাদা চায়, যেমন নেতৃত্ব, তাকে এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে সাহায্য করা হবে। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য সবচেয়ে খারাপ ধরনের লোভ হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এগুলি এমন দুটি জিনিস যা তাদের আখেরাতের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের বিশ্বাসের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 18

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কিছু মুসলিম প্রায়শই দাবি করে যে একজনের বিশ্বাস এবং বস্তুগত জগতকে একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, একজন ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে চরম না হয়েও। এটা আশ্চর্যজনক যে যারা এই দাবি করে এবং এই বিবৃতিটিকে এই বিশ্বের বৈধ বিলাসিতা এবং আনন্দ উপভোগ করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই সত্যই বোঝে না বা মেনে চলে না। এই বক্তব্যটি সত্য কিন্তু সেইসব পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রযোজ্য যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য মাঝে মাঝে ব্যায়াম করা যা একজন ব্যক্তির দেওয়া একটি বিশ্বাস। এর অর্থ এই নয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণকে অবহেলা করে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করে, যদিও তারা মানসম্মত বাধ্যবাধকতা পালন করে, তবুও কেউ এই দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ , 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য।

উপরন্তু, হাতে হাত রেখে হাঁটা পরামর্শ দেয় যে একজন প্রতিটি জিনিসের জন্য সমান মনোযোগ, প্রচেষ্টা এবং সময় উৎসর্গ করে। কতজন মুসলমান সততার সাথে বলতে পারে যে তারা বস্তুগত জগতে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সমান প্রচেষ্টা, শক্তি এবং সময় উৎসর্গ করে? যদি তারা না করে, এবং অধিকাংশই না করে, তাহলে তারা এই বক্তব্যটি ঠিক কীভাবে পূরণ করছে?

একজন মুসলমানের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ পৃথিবীতে তাদের সময় সীমিত এবং তারা এটি থেকে চলে গেলে তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না। অতএব, তাদের উচিত সততার সাথে বস্তুগত জগত এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য অন্তত সমান সময়, প্রচেষ্টা এবং শক্তি উৎসর্গ করে এই বক্তব্যটি পূরণ করার জন্য সৎ চেষ্টা করা । এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ কেউ যুক্তি দেবে যে একটি অস্থায়ী আবাস এবং একটি চিরস্থায়ী আবাসকে সমান আচরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বস্তুজগত - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম যেখানে একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করে, পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় এবং মাঝে মাঝে বৈধ আনন্দ উপভোগ করে। যদিও, এটি একটি সর্বোত্তম পন্থা এটি পূরণ করা খুবই কঠিন, ঠিক যেমন একটি শক্ত দড়ি হাঁটা যেখানে একজন ব্যক্তি সহজেই দুটি চরমের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। একটি দিক হল যখন কেউ বস্তুগত জগতের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী হয় যা তাদের পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া থেকে বিরত রাখে। অন্য দিকটি হল যেখানে কেউ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু সংগ্রাম করে এমনকি তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, যদিও একটি নিখুঁত ভারসাম্য সর্বোত্তম হলেও এই জড় জগতের চেয়ে পরকালের দিকে ঝুঁকে পড়া অনেক ভালো। যেহেতু আখেরাতের পক্ষপাতী তার এই দুনিয়া কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু পরকালে তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে সে সেখানে সফলতা পেতে পারে কিন্তু পরকালে তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি। অন্য কথায়, জড় জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ার তুলনায় আখেরাতের দিকে ঝুঁক সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প। তাই যদি একজন মুসলিম নিখুঁত ভারসাম্য খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠরা করে, তবে তাদের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং আখেরাতের দিকে আরও ঝোঁক যাতে তারা সাময়িক পার্থিব সাফল্যের পরিবর্তে চিরন্তন সাফল্য পেতে পারে। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী।"

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। নিজের সম্পত্তি হারানোর ভয় করা স্বাভাবিক আচরণের অংশ। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণভাবে বলতে গেলে একজনের যত বেশি অধিকার থাকবে তত বেশি তারা তাদের হারানোর ভয় পাবে এবং তাদের যত কম অধিকার থাকবে তত কম তারা ভয় পাবে। এটি ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে মাঝরাতে অনেক মূল্যবান জিনিস, যেমন একটি দামী ফোন এবং ট্যাবলেট নিয়ে বাইরে যায়। এই ব্যক্তির স্পষ্টতই তাদের সম্পত্তি হারানোর ভয় থাকবে সেই ব্যক্তির চেয়ে যে মাঝরাতে তাদের বাড়ি ছেড়ে যায় যখন মূল্যবান কিছু বহন করে না। তাই মুসলমানদের উচিত এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং চিরন্তন পরকালের ব্যাপারে এর বাস্তবতা বোঝা। যার কাছে অনেক পার্থিব জিনিস আছে যা পরকালে তাদের কোন উপকারে আসবে না, যেমন অতিরিক্ত ধন-সম্পদ তারা সঞ্চয় করেছে সে সর্বদা মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে ভয় পাবে এবং কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তার চেয়ে এই দুনিয়ার ঝামেলা বেশি করবে। এই ভয় এই সম্পত্তির উদ্দেশ্যকে সরিয়ে দেয় যা মন এবং শরীরের শান্তি অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে, মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জনের জন্যই মানুষ এই জড় জগতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ভয় দূর করার জন্য একজন মুসলমানের শারীরিকভাবে খালি হাতে হওয়ার দরকার নেই। তাদের শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে তাদের সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এটা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য গ্রহণ করে এবং তারপর ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে তাদের বাকি পার্থিব নিয়ামত আখেরাতের জন্য উৎসর্গ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের মালিকানাধীন জিনিসপত্রের পরিবর্তে তাদের সম্পত্তির মালিক হবে। এটি তাদের সম্পত্তি হারানোর ভয়ও দূর করবে কারণ তারা ইতিমধ্যেই তাদের নিরাপদ রাখার জন্য পরলোকে পাঠিয়েছে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জন করতে দেয়।

বস্তুজগত - 21

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইমাম আসফাহানীর, হিলয়াত আল আউলিয়া, 510 নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি ঘটনা অনুসারে, মহান সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাথে তার মেয়ের বিয়েতে হাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি এই কাজটি করেছিলেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তার মেয়ে এই পৃথিবীর অতিরিক্ত এবং বিলাসিতা হারিয়ে ফেলবে যা নিঃসন্দেহে তার বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা কীভাবে এর বিপরীত মানসিকতা গ্রহণ করেছে। এবং প্রায়শই ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনুসন্ধান করে। তারা প্রায়শই তাদের বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন থাকে এবং এই কারণে পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয় যা সহীহ মুসলিম, 3635 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও, একটি পরিবারকে এমন পরিবারে বিয়ে করা উচিত নয় যা আর্থিকভাবে তাদের আত্মীয়কে সমর্থন করতে পারে না কিন্তু একই সময়ে তাদের তাদের আত্মীয়ের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজার জন্য তাদের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করা উচিত নয়।

এই ঘটনাটি সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং পরিস্থিতিতে বিশ্বাস বিবেচনা করে সর্বদা অন্যের জন্য ভাল চাওয়ার গুরুত্ব দেখায়। অর্থ, একজনকে কেবল তখনই এমন পরিস্থিতিতে আসা উচিত যখন তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এর মাধ্যমে তাদের

বিশ্বাস দৃঢ় হবে বা অন্তত এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যদি তারা সন্দেহ করে যে এটি ঘটতে পারে তবে তাদের সর্বদা এটিকে এড়ানো উচিত কারণ সমস্ত পার্থিব জিনিস আসে এবং যায় তবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তি এমন জিনিস যা পরকালে তাদের চূড়ান্ত এবং স্থায়ী গন্তব্য নির্ধারণ করবে তাই এটি সর্বদা রক্ষা করা উচিত।

বস্তুজগত - 22

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি মাত্র হৃদয় দিয়েছেন। অতএব, দুটি বিপরীত জিনিস একই সময়ে ধারণ করা যায় না যেমন আগুন এবং বরফ এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না। এটি পূর্ব দিকে যাওয়া একজন ভ্রমণকারীর পশ্চিম থেকে অনিবার্যভাবে আরও দূরে সরে যাওয়ার অনুরূপ। একইভাবে পরকাল ও জড় জগৎ দুটি বিপরীত। তাই এগুলি একক ব্যক্তির হৃদয়ে একই সময়ে ধারণ করা যায় না। জড় জগতের আধিক্যের জন্য একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালবাসে এবং কার্যত চেষ্টা করে, সে তত কম ভালবাসবে এবং আখেরাতের জন্য কার্যত চেষ্টা করবে। এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা। এটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করার জন্য একজন মুসলমানের নিজেকে বোকা বানানো উচিত নয়। দুজন কখনো এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। একজন সর্বদা অন্যকে অতিক্রম করবে। এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তারা এই জড় জগতের বৈধ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতে পারে তাদের বুঝতে হবে যে প্রথমত, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। দ্বিতীয়ত, এটি তাদের হারামের এত কাছাকাছি হতে পারে কারণ হালাল জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়া সাধারণত হারামের প্রথম পদক্ষেপ। যারা এই মানসিকতা পরিহার করবে তারা তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

বস্তুজগত - 23

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি একজন ব্যক্তিকে একটি দেশ অতিক্রম করতে হয় এবং তাকে বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পথ উপস্থাপন করা হয় যেমন, একটি বিপজ্জনক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বা একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে বা ভূগর্ভস্থ গুহার মধ্য দিয়ে একটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই সবচেয়ে সহজ এবং সহজ পথটি বেছে নেবেন। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জনের সাথে সাথে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে। কেবলমাত্র একজন বোকাই একটি কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ বেছে নেবে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে বোঝা হবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করছে এবং তাদের গন্তব্য আখেরাত। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের উচিত আখেরাতের নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে সহজ ও সোজা পথ বেছে নেওয়া। এই পথের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং শুধুমাত্র পূরণের জন্য এই জড়জগত থেকে গ্রহণ করা। তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এটি তাদের মনের এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। কিন্তু মানুষ যত বেশি এই জড় জগতের আধিক্যে লিপ্ত হবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে মানুষ ও তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য নিবেদিত করবে তার যাত্রা তত কঠিন হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি থেকে বঞ্চিত করবে এবং তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জীবন একটি যাত্রা তাই তাদের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সহজ এবং সহজ পথ বেছে নেওয়া যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি পাওয়া যায়।

বস্তুজগত - 24

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা স্পষ্ট যে হিংসা অনেক মুসলমানকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ঘটবে বলে সতর্ক করেছেন। এটি অন্যান্য অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এটি মুসলমানদেরকে ভালো সমর্থন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেয় তা নির্বিশেষে যেই করুক কেন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য করতে চায় না কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সমাজে অন্য ব্যক্তির পদমর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়বে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের চরিত্র থেকে হিংসা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি জিনিস যা এই লক্ষ্যে সাহায্য করতে পারে তা হল একজন ব্যক্তির যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেন না কারণ এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বাসের জন্য সর্বোত্তম যা দেন। এটা বোঝা অন্যদের যা আছে তা নিয়ে ঈর্ষা দূর করতে পারে। কত মুসলমান সম্পদ অর্জন করেছে যা তাদের ঈমান নষ্ট করেছে? আর কয়জন মুসলমানকে বিচার দিবসে ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ধৈর্য ধরে পরীক্ষা সহ্য করেছে? অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে এই জড় জগত সীমিত হওয়ায় এর ভিতরের জিনিসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া সহজ। কিন্তু একজন মুসলমান যদি পরকালের লক্ষ্য রাখে এবং এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তা তাদের থেকে ঈর্ষা দূর করবে। কারণ আখেরাতের আশীর্বাদ সীমাহীন তাই ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরকার নেই কারণ এখানে ঘুরতে গেলে প্রচুর নেয়ামত আছে, সেগুলো কখনো শেষ হবে না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে পাওয়া সীমিত জিনিসগুলিকে যত বেশি লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা করবে তারা তত বেশি ঈর্ষান্বিত হবে।

বস্তুজগত - 25

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি জড়জগত নিয়ে চিন্তা করছিলাম এবং ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রচেষ্টার তুলনায় বেশিরভাগ লোকেরা এটিকে উৎসর্গ করে কতটা পরিশ্রম করে। যদি কেউ বস্তুগত জগত, যেমন চলচ্চিত্র শিল্পকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা দেখতে পাবে যে এর সাথে জড়িত লোকেরা সাফল্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রচেষ্টা উত্সর্গ করে। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা কেবল একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে অগণিত ঘন্টা এবং লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করে না তবে এটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তারা এটিকে প্রচার করার জন্য আরও প্রচেষ্টা এবং অর্থ উত্সর্গ করে। সেলিব্রিটিরা একটি মিটিং বা সাক্ষাত্কারের জন্য বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন যা তাদের কাজের প্রচারের জন্য ঘন্টারও কম সময় থাকে।

দুর্ভাগ্যবশত, এটা খুবই স্পষ্ট যে অধিকাংশ মুসলমান তাদের ধর্মীয় বিষয়ে, যেমন তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা বা ইসলামের বাণী প্রচারে এই প্রচেষ্টার একটি অংশও উৎসর্গ করে না। সোশ্যাল মিডিয়া জাগতিক জিনিসে পূর্ণ যা লোকেরা অনেক সময় এবং অর্থ উত্সর্গ করেছে যা যে কেউ এটি পর্যবেক্ষণ করে তার কাছে স্পষ্ট। অথচ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নিবেদিত অর্থ এবং প্রচেষ্টা এর একটি ভগ্নাংশ মাত্র। ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে শেখায় না যেভাবে নিজের হালাল রিজিক সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু একজন মুসলমান যদি সততার সাথে তাদের নিজের জীবন ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মূল্যায়ন করে তাহলে তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, তাদের প্রচেষ্টা, সম্পদ ও সময়ের সিংহভাগই বস্তুজগতের জন্য নিবেদিত। এমন কাউকে দেখা খুবই বিরল যে তাদের বেশিরভাগ সময় ইসলামের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিবেদন করে। মানুষ যদি পার্থিব জিনিসের জন্য এত পরিশ্রম এবং

অর্থ উৎসর্গ করতে পারে, যেমন সিনেমা বানানো, যদিও এগুলো সাময়িক জিনিস হলেও মুসলমানদের অনন্ত পরকালের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। এই জাগতিক লোকেরা তাদের পার্থিব প্রকল্পের জন্য অনেক প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং তাই সাফল্য অর্জন করে। মুসলমানরা যদি ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সফলতা কামনা করে তবে তাদেরও পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময় ও শক্তি উৎসর্গ করতে হবে। এটা বিশ্বাস করা নিছক বোকামি যে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রচেষ্টা বা কোনো প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দুনিয়া ও পরকালের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মুখোমুখি হওয়া অন্তর্ভুক্ত। ধৈর্যের সাথে ভাগ্য। যদি পরিশ্রম ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করা না যায়, তাহলে একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তারা চেষ্টা ছাড়াই ধর্মীয় সাফল্য পাবে? অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

“কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

বস্তুজগত - 26

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতি বুঝুন যে মানুষ এই জড়জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করলেও এই জগতে অর্জন করা সম্ভব নয় কারণ এটি জড় জগতে স্থাপন করা হয়নি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

যদিও এই সত্যটি অনেককে এড়িয়ে যায় তবে এটি বেশ সুস্পষ্ট যে এই জড় জগতে কেউ যত বেশি চেষ্টা করবে তত বেশি তারা জড় জগতের দরজা খুলে দেবে। একটি পার্থিব কাজ পূর্ণ করলে অন্য দশটি কাজ হয়ে যায়। তাই একজন ব্যক্তি এক ব্যস্ততা থেকে অন্য ব্যস্ততায় চলে যায় যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই পৃথিবীতে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই মুসলিমকে মহান আল্লাহ মনের শান্তি দান করবেন। কিন্তু তারপরও এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের স্থায়ী মানসিক শান্তি শুধুমাত্র পরকালে পাওয়া যায়। এর কারণ হল, কারো জীবন যতই ভালো হোক না কেন, এমনকি তারা যদি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তাদের কোনো পার্থিব বা ধর্মীয় দায়িত্ব থাকে না কেননা তারা সেগুলিকে বর্জন করে ফেলেছে এবং তারপরেও তাদের মোকাবেলা করার মতো অন্য কোনো জিনিস নেই, মৃত্যুর বাস্তবতা, কবর এবং বিচারের দিন তাদের প্রকৃত স্থায়ী শান্তি পেতে বাধা দেবে। অতএব, একজন মুসলমানের এই বাস্তবতাটি বোঝা উচিত কারণ এটি একজনকে জীবনের সাথে মোকাবিলা করার সময় ধৈর্য

ধরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি কী নিয়ে আসে এবং এটি একজন মুসলমানকে পরকালের প্রস্তুতির জন্য প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা আশ্রয়ের বাগানগুলি অর্জন করে সত্যিকারের স্থায়ী শান্তি অর্জন করতে পারে। একটি চিরন্তন বিশ্রামের স্থান।

বস্তুজগত - 27

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি তাদের হাতে থাকা উচিত তাদের হৃদয় নয়। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল প্রতিটি নিয়ামত নিজের ইচ্ছা নয়, মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, একজনের উচিত তাদের সম্পদ শুধুমাত্র ইসলামের নির্দেশিত এবং সুপারিশকৃত জিনিসের জন্য ব্যয় করার চেষ্টা করা, যেমন একজন ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে। এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অর্থের সাথে সংযুক্ত হতে বাধা দেবে, এটি নিশ্চিত করবে যে আশীর্বাদ তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকবে। এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কারণ এটি একজনকে আশীর্বাদের সাথে খুব বেশি সংযুক্ত হতে বাধা দেয়। যেহেতু প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদ চলে যেতে বাধ্য এই মনোভাব একজনকে অত্যধিক দুঃখজনক অর্থে পরিণত হতে বাধা দেবে, যখন এটি শেষ পর্যন্ত হয় তখন শোকাহত এবং হতাশ হয়ে পড়ে। বরকত নিজের হাতে রাখা দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন কেউ শেষ পর্যন্ত এটি হারায় তবে এই দুঃখটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য এবং এটি অধৈর্যতা এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে না, যেমন বিষণ্নতা, যা গুরুতর দুঃখ, শোক, বাড়ে।

উপরন্তু, এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয় যা প্রায়শই ঘটে যখন এটি তাদের হাতের পরিবর্তে একজনের হৃদয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সম্পদ মজুদ করা এবং লোভের সাথে আরও বেশি সঞ্চয় করা। এই ধারণাটি 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ নির্দেশিত হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে নিজের হাতে জিনিস রাখা নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বদা মনে রাখবে যে আশীর্বাদ মহান আল্লাহর জন্য, তাদের নয়। এটি আবার অধৈর্যতা প্রতিরোধ করে যখন কেউ অবশেষে এটি হারায়। এটি আল বাকারাহ, 156 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

"যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি দোয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে এটি তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকে যাতে প্রকৃতপক্ষে কেবল মহান আল্লাহর ভালবাসা থাকা উচিত।

বস্তুজগত - 28

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না দাবি করে যে তাদের থাকার সময় কম তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, যার অর্থ হল, ছুটিতে থাকার মতোই তাদের পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ

প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

বস্তুজগত - 29

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন শিশু সেলিব্রিটির আকস্মিক মৃত্যুর খবর দিয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে যদিও লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে, তবুও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন আচরণ করে যেন তারা দীর্ঘ জীবনযাপন করবে। কেউ কেউ এই জড় জগতের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে এমন মাত্রায় উৎসর্গ করে যে তাদের দীর্ঘ জীবনের নিশ্চয়তা পেলেও তারা এই জগত থেকে আরও বেশি লাভের জন্য আর কোন প্রচেষ্টা চালাতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানরা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে এই বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে এটি করতে পারবে। তারা প্রায়শই এই প্রস্তুতিতে বিলম্ব করতে থাকে যতক্ষণ না তারা হঠাৎ অপ্রস্তুত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যতই বেঁচে থাকুক না কেন, জীবন এক ঝলকানিতে চলে যায়। তাই তাদের উচিত অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাদের কাছে থাকা প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। এর অর্থ তাদের উচিত আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে। এই মনোভাব তাদের এই জগতের বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে এবং পরেরটির জন্যও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে দেয়। একজন মুসলমান শুধুমাত্র পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা এই জড়

জগতের আধিক্যের পেছনে ছুটতে থাকে, তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পূরণের চেষ্টা করে না, কারণ এটি পরকালের জন্য প্রস্তুতির একটি অংশ।

একজন মুসলমানের সহীহ মুসলিম, 7424 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যা সতর্ক করে যে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাজ তাদের কবরে তাদের সাথে থাকবে যখন তাদের পরিবার এবং সম্পদ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের পরিত্যাগ করবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে।

মুসলমানদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা উচিত নয় অন্যথায়, তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে, কারণ মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট বয়স বা সময়ে আসে না। যদি তারা প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না যখন অনুশোচনা তাদের কোন উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

বস্তুগত বিশ্ব - 30

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি জীবনের চাপ এবং বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কীভাবে তাদের মধ্য দিয়ে নেভিগেট করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একটি বিষয় যা একজন মুসলিমকে এটি অর্জনে সাহায্য করতে পারে তা হল এটি বোঝা যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে আখেরাতের প্রতি তাদের মনোনিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারায় তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলিম প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করে, তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না, যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন বিষণ্নতা। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল, তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে যেমন ক্ষতির কারণ হয় না, জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছিল তা যেমন একটি উপায় ছিল, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের অন্যান্য উপায় সরবরাহ করবেন। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব আশীর্বাদই একটি উপায়ের পরিবর্তে শেষ লক্ষ্য, সে যখন এটি হারাতে পারে তখন তাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি নষ্ট হয়ে গেছে বলে তীব্র দুঃখ অনুভব করবে। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এই মনোভাব কার্যত প্রদর্শিত হয় যখন তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এইভাবে তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে নয়।

বস্তুজগত - 31

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। মানুষ কিভাবে নিখুঁত জীবন তৈরি করার জন্য চেষ্টা করে সে সম্পর্কে এটি রিপোর্ট করেছে। বেশিরভাগ লোককে পর্যবেক্ষণ করার সময় এটি বেশ স্পষ্ট যে তারা তাদের বস্তুগত জগতকে সুন্দর করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকে তাদের জীবনকে ঢালাই করার চেষ্টা করে এর বাইরে যায় যাতে এটি নিখুঁত এবং স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা নিখুঁত বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সম্পদ ব্যয় করে যখন আশা করে যে এটি স্থায়ী হবে। কোম্পানিগুলি মানুষের নিখুঁত এবং নিরবধি হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা থেকে কোটি কোটি উপার্জন করে, যেমন কসমেটিক কোম্পানিগুলি। কিছু লোক সময়কে অস্বীকার করার এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে বেদনাদায়ক অপারেশন সহ্য করে। এটি দেখায় যে একজন ব্যক্তির আত্মার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা পরিপূর্ণতা এবং স্থায়ীত্ব কামনা করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ যতই সম্পদ ব্যবহার করুক এবং যতই চেষ্টা করুক না কেন, পরিপূর্ণতা ও স্থায়িত্ব এই দুটি জিনিস এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এই অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে তারা এমন একটি জায়গায় পরিপূর্ণতা এবং স্থায়ীত্বের জন্য চেষ্টা করে যেখানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থাৎ পরকাল।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ এই আকাঙ্ক্ষাকে ভুল বুঝেছেন এবং ভুল করেছেন। তাই মুসলমানদের উচিত এই ভুল না করে বরং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই ইচ্ছাকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে ব্যবহার করবে। তবেই তারা এই ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং প্রকৃত পূর্ণতা ও স্থায়ীত্ব অর্জন করতে পারবে।

বস্তুজগত - 32

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি চোরদের একটি গ্যাং সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা পুলিশ তাদের চুরি করা সম্পত্তি উদ্ধার করার পরে ধরা পড়ে এবং কারাগারে দণ্ডিত হয়েছিল।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তবে চোরদের জন্য এটি আরও খারাপ পরিস্থিতি, কারণ তাদের কেবল কারাগারে পাঠানো হয়নি, তারা মুক্তি পাওয়ার পর তারা যে সম্পদ চুরি করেছিল তাও উপভোগ করতে পারবে না। অর্থ, তাদের কাছে আর নেই এমন কিছু চুরি করার জন্য তাদের বিচার করা হয়েছিল এবং কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি, যেহেতু কেউ যুক্তি দিতে পারে যদি চোরদের বিচার করা হয় এবং তাদের সম্পত্তি চুরি করার জন্য কারাগারে দন্ডিত করা হয় তবে এটি তাদের জন্য আরও ভাল হত, কারণ তারা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে এটি উপভোগ করতে পারত।

মুসলমানদের এই সত্যটি বোঝা উচিত যে বিচার দিবসে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় কাজের উপর তাদের বিচার করা হবে। কিন্তু প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, তাদের পার্থিব কর্ম যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন, মহান আল্লাহ তায়ালা ধূলিসাৎ করে দেবেন। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8:

“ নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করে দিয়েছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

ঠিক যেমন চোরদের সম্পত্তির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের আর অধিকার ছিল না, তেমনি লোকেদের তাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপ এবং সম্পত্তির জন্য বিচার করা হবে যা তারা আর নেই। জাগতিক জিনিস, যেমন খ্যাতি এবং ভাগ্যের জন্য জাহান্নামে পাঠানোর কথা কি কেউ কল্পনা করতে পারে, তাদের আর অধিকার নেই? বিচার দিবসে যে জিনিসগুলি এখনও তাদের দখলে থাকবে এবং যা তাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের মুহুর্তে সাহায্য করবে তা হল তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদকে ব্যবহার করার ফলস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ কোথায় উৎসর্গ করবে। হয় পার্থিব জিনিস এবং কাজ যা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই জড় জগতের সাথে ধূলিকণা হয়ে যাবে যখন তারা তাদের উপর হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হবে অথবা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে ধর্মীয় কাজের জন্য উৎসর্গ করবে যা তাদের সঙ্গ, আশ্রয় এবং একটি মহান দিনে সাহায্য করবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের [তাদের] কৃতকর্মের বিষয়ে অবহিত করব? [তারা] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" "

বস্তুজগত - 33

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি জাগতিক সমস্যা মোকাবেলা করার সময় একটি ইতিবাচক মন-সেট থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, শান্তি এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি ফলস্বরূপ উভয় জগতেই একজনকে মানসিক এবং শরীরের শান্তি লাভ নিশ্চিত করে, কারণ এটি একজনকে অনুপ্রাণিত করে যে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই সঠিক উপলব্ধিটিই ধার্মিক পূর্বসূরিদের অধিকারী ছিল এবং এটি এমন জিনিস যা তাদেরকে জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা পরিহার করে পরকালের জন্য

প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে তারা ঘোলা জলের কাপের দিকে যত বেশি মনোযোগী হয়, ততই তারা সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারায়। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা সামান্য দূরে ছিল, তবে তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে, এমন পর্যায়ে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। . এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি রয়েছে। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে জানে না সে সম্ভবত বিশ্বাস করবে যে অন্য ব্যক্তিটি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন দেখে পাগল ছিল। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে, তখন পার্থিব সমস্যা এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো, যে শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করে৷

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

বস্তুজগত - 34

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি বিভিন্ন দাতব্য প্রকল্পের প্রতিবেদন করেছে এবং কীভাবে লোকেরা অভাবীকে খুশি করার জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করেছে।

মুসলিমদের জন্য অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর গুরুত্ব বোঝা গুরুত্বপূর্ণ:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে তাদের খুশি করার জন্য উত্সর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা

দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কার্যকলাপে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে , লোকেরা যে জিনিসগুলি কামনা করে তার জন্য চেষ্টা করে খুশি হয় যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন নেই , যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে, তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যে এইভাবে চেষ্টা করে? , মহান আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করে? কতজন ইসলামী জ্ঞান শেখার ও তার উপর আমল করার জন্য তাদের মূল্যবান সময় ত্যাগ করে?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, কারণ এটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

বস্তুগত বিশ্ব - 35

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সারা বিশ্বের মানুষ যে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার রিপোর্ট করেছে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে কোনো পরিস্থিতিকে ভালো বা খারাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে ধনী হওয়া ভাল যেখানে দরিদ্র হওয়া খারাপ। পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঘটনা ও জিনিসের জন্য ভালো-মন্দ দায়ী করা। অর্থ, যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তার আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ মনে হলেও ভালো। আর যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা মন্দ, যদিও তা ভালো দেখায়।

ইসলামের শিক্ষা জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এটি প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারুন ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি যিনি হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে বসবাস করতেন। তখন এবং এখন অনেক লোক তার সম্পদকে একটি ভাল জিনিস বলে মনে করতে পারে কিন্তু এটি তাকে অহংকারে নিয়ে যায়, এটি তার ধ্বংসের একটি উপায় হয়ে ওঠে। তাই তার ক্ষেত্রে ধনী হওয়াটা ছিল খারাপ ব্যাপার। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 79-81।

“ অতএব সে তার লোকদের সামনে তার সাজসজ্জায় বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করেছিল তারা বলেছিল, "হায়, কারুনকে যা দেওয়া হয়েছিল, আমরাও যদি সেরকমই থাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহা সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলেছিল, "তোমাদের হায়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য আল্লাহর পুরস্কার উত্তম। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত অন্য কাউকে তা দেওয়া হয় না।" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম। এবং তার জন্য আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য কোন দল ছিল না এবং সে আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

অন্যদিকে, ইসলামের তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুও ধনী ছিলেন, তথাপি তিনি তার সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে, একবার প্রচুর পরিমাণে সম্পদ দান করার পর, তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, সেদিনের পরে কোন কিছুই তার ঈমানের ক্ষতি করতে পারে না। জামি আত তিরমিযী, ৩৭০১ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সম্পদ একটি উত্তম জিনিস ছিল।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তাদের প্রতিটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা রয়েছে, এমনকি তারা সেগুলি পালন না করলেও। তাই তাদের পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভাল বা খারাপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। অর্থ, যদি জিনিসটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে, তবে তা খারাপ মনে হলেও ভালো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

বস্তুজগত - 36

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা পশুদের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে রিপোর্ট. প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানদের সকল প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব শেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 378 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন, কারণ তিনি একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ালেন। এই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে। কম নয়, বিশ্বজুড়ে মানবতা কেন কষ্ট পাচ্ছে তার একটি কারণ হল অনেক লোক ভুলভাবে জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ মানুষের চেয়ে প্রাণীদের কল্যাণ নিয়ে বেশি চিন্তিত। এটি বেশ সুস্পষ্ট যখন কেউ কিছু প্রাণী প্রেমীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান স্থায়ী পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যখন কেউ তাদের সাধারণ দৈনন্দিন রুটিন পর্যবেক্ষণ করে। এমনকি কিছু মুসলিম যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তারা ভুলভাবে জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়, উদাহরণস্বরূপ, তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করার চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত পণ্যের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়।

অগ্রাধিকারের এই পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করা বন্ধ করে এবং পরিবর্তে তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যার ফলে প্রত্যেকের অধিকার পূরণ হয়েছিল, কারণ তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেননি। পরিবর্তে তারা ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত

শিক্ষা এবং অগ্রাধিকারের তালিকা অনুযায়ী কাজ করেছে। যারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট।

ঠিক যেমন একজন শিক্ষার্থী যারা তাদের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নের চেয়ে মজা করাকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তেমনি যারা তাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেয় তারাও হবে। ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের জীবনের মধ্যে জিনিস এবং লোকেদের ভুলভাবে স্থানান্তরিত করে এবং এটি তাদের তাদের প্রচেষ্টা এবং সংস্থানগুলিকে ভুলভাবে উৎসর্গ করতে উত্সাহিত করে। এই সবগুলিই একজনের জীবনে একটি বিশাল জগাখিচুড়ির দিকে নিয়ে যায়, যা একজনের মনের এবং শরীরের যে কোনও সত্যিকারের শান্তিকে সরিয়ে দেয়।

সামগ্রিকভাবে মানবতা এবং বিশেষ করে মুসলিমরা উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য এবং অগ্রগতি পাবে যখন তারা সঠিকভাবে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেবে, এটি জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে। অগ্রাধিকারের এই তালিকাটি পুনর্বিন্যাস করা কেবলমাত্র মানবতার জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে, যা ইতিহাসের পাতা উল্টালে বেশ স্পষ্ট।

বস্তুজগত - 37

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি সেলিব্রিটির অর্জন সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। এটি তাদের কৃতিত্বকে তাদের উত্তরাধিকার হিসাবে বর্ণনা করেছে যা তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরে বছরের পর বছর ধরে উপকৃত হওয়ার জন্য তারা রেখে যাবে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি চলমান দাতব্য, তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সৎ কাজ করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভাল পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজেদের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেদিন একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় , তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তাহলে তাদের উচিত এমন কিছু প্রস্তুত করা, যাতে তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

বস্তুজগত - 38

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন সেলিব্রিটির মৃত্যু এবং তাদের পার্থিব কৃতিত্বের খবর দিয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের 16 অধ্যায়ে আন নাহল, 96 নং আয়াতে পাওয়া একটি আয়াতের সাথে সংযুক্ত:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

এই সেলিব্রিটির মৃত্যু অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা মারা গেছেন এবং কীভাবে তারা এত দ্রুত বিশ্ব, বিশেষ করে মিডিয়া ভুলে গিয়েছিল। কিছু সেলিব্রিটি তাদের জীবদ্দশায় সর্বদা সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সম্ভবত পরবর্তী বছরে একবার উল্লেখ করা হয়েছিল। উপরন্তু, তারা বস্তুজগতে যা কিছু অর্জন করেছিল, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল যখন তারা খালি হাতে পরলোকে যাত্রা করেছিল।

এই সংবাদ নিবন্ধটি অনেক সেলিব্রিটিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা তাদের শিল্পের শীর্ষে পৌঁছানোর পরে হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মহত্যাও করেছিলেন। এর একটি কারণ এই যে, তারা যখন তাদের শালীনতা, মর্যাদা এবং নৈতিকতার মতো অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছায়, তখন তারা যা খুঁজছিল তা

তারা খুঁজে পায় না, অর্থাৎ তৃপ্তি এবং স্থায়ী সুখ। যখন তারা তাদের জীবন মূল্যায়ন করে, তারা বুঝতে পারে যে তাদের আগের এবং আরও আনন্দদায়ক জীবনধারায় ফিরে আসা সম্ভব নয় , কারণ তারা যে জিনিসগুলিকে বলিদান করেছিল তা এখন চলে গেছে বা বিবর্ণ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা একজন ভাল ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে পারে কারণ তারা তাদের খ্যাতির জন্য তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন না করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারা এখন নিজেদেরকে এমন লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পায় যারা শুধুমাত্র সম্পদের মতো বস্তুগত জগতের জন্য তাদের সঙ্গ কামনা করে। এটি প্রায়শই একাকীত্বের দিকে পরিচালিত করে, যদিও তারা একটি বড় দল দ্বারা বেষ্টিত থাকে। তারপরে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যা একটি বিশাল মানসিক ভাঙ্গনের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

বোঝার মূল বিষয় হল পার্থিব সাফল্যের পেছনে ছুটতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ না তা বৈধ। কিন্তু ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সীমাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয় তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যেমন তাদের বিনয়, তা অর্জনের জন্য। জড় জগতের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এই জেনে যে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস পাবে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর সময় ছেড়ে যাবে। উল্টো আচরণ করলে তারাও দুনিয়ার সেলিব্রেটিদের মতো কবরে খালি হাতে চলে যাবে এবং যাদেরকে তারা রেখে গেছে তাদের ভুলে যাবে। সুতরাং একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের সীমার মধ্যে বস্তুগত জগত উপভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত

অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বস্তুজগত - 39

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যার অপরাজিত ধারাটি ভেঙে গেছে। এই ঘটনাটি সুনানে আন নাসাই, 3618 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসের সাথে যুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত পার্থিব জিনিস যা উচ্চতর করা হয়, শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা নামিয়ে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের একটি পার্থিব শিক্ষা এবং একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি একজনকে অবৈধ সম্পদ এড়াতে সাহায্য করে এবং একজনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"কিন্তু আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা পরকালের ঘর সন্ধান কর; এবং [তবুও], বিশ্বের আপনার অংশ ভুলবেন না..."

এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল, পার্থিব সাফল্যকে এক নম্বর অগ্রাধিকারে পরিণত করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি অর্জনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে পবিত্র

কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব সাফল্য লাভ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যাবে। এই বিবর্ণতা ঘটবে যখন কেউ জীবিত থাকবে বা তাদের সাফল্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যখন তারা মারা যাবে। অগণিত মানুষ মহান সাম্রাজ্য তৈরি করেছে এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও এই সমস্ত অর্জন শেষ পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে। কত লোকের নাম আকাশ স্ক্র্যাপার জুড়ে প্লাস্টার করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের নাম মুছে ফেলার জন্য এবং কিছুক্ষণ পরে ভুলে যাওয়া?

এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সমস্যায় পড়লে তাকে সফলতা দেওয়া হবে না। মুসলমানদের উচিত বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং বিপত্তির সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জড় জগতের চেয়ে আখেরাতের সফলতাকে প্রাধান্য দিয়ে বস্তুজগতের আশীর্বাদ ও সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে পরকালের সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি। অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ছাড়া নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য বৈধ পার্থিব সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়। দাতব্য প্রকল্পে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে তাদের আরও সাহায্য করার জন্য তাদের পার্থিব সাফল্যকে

কাজে লাগাতে হবে। যদি তাদের পার্থিব সাফল্য সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে তাদের উচিত এটি এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে অন্যদের উপকার হয়। তাদের পার্থিব সাফল্য ম্লান হয়ে যাওয়ার আগে এবং উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি অর্জনের জন্য এটি ব্যবহার করা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আগে একজন মুসলমানের এইভাবে আচরণ করা উচিত।

সহজ কথায়, জড় জগতের সফলতা চলে যাবে কিন্তু পরকালের সাফল্য টিকে থাকবে, তাই মুসলমানদের উচিত সেই অনুযায়ী তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা।

বস্তুগত বিশ্ব - 40

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। সহীহ বুখারি, 3294 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পথই অবলম্বন করেন, শয়তান তার ভয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। . শয়তান কেন এইভাবে কাজ করেছিল তার একটি কারণ হল উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তার সামান্য প্রভাব ছিল। শয়তান শারীরিকভাবে কাউকে পাপ করতে বাধ্য করতে পারে না। তিনি পরিবর্তে ফিসফিস করে তাদের তা করতে উত্সাহিত করেন। কিন্তু সেগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য, তিনি একজন ব্যক্তিকে একধরনের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হতে চান। তারপর তার ফিসফিসিংয়ের মাধ্যমে, তিনি এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করেন যতক্ষণ না এটি ব্যক্তিকে এতে কাজ করার জন্য একটি পাপ করার জন্য প্ররোচিত করে। উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপর শয়তানের প্রভাব কম হওয়ার কারণ হল, তিনি তার অন্তর থেকে পার্থিব কামনা-বাসনা দূর করে দিয়েছিলেন। তার একমাত্র ইচ্ছা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে যুক্ত ছিল। অতএব, মুসলমানরা যদি তাদের উপর শয়তানের প্রভাব কমাতে চায়, তবে তাদের উচিত তাদের অন্তর থেকে অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনা দূর করা। এটি তখনই ঘটে যখন কেউ এই জড় জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা যত বেশি এটি করবে, ততই এই পার্থিব বাসনাগুলি তাদের হৃদয় ছেড়ে চলে যাবে যতক্ষণ না তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে তারা তাদের সমস্ত কাজে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করতে চায়। শয়তান এই ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে যাবে কারণ সে জানে যে সে তাদের উপর সামান্য প্রভাব ফেলবে। কিন্তু এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে কেউ যত বেশি লিপ্ত হবে, তত বেশি জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবে এবং তাই, শয়তান তাদের উপর তত বেশি প্রভাব ফেলবে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

" [ইবলিস] বললেন, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতাকে] আকর্ষণীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব, তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া। ""

বস্তুজগত - 41

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলমানের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন

আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

বস্তুজগত - 42

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন যেখানে মুসলিমরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করত।

অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা

থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয়, এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পান না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পেছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমানদের উচিত একটি শরীরের মতো কাজ করা, যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয়, তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন

মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালোবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে, যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলিমদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, সংখ্যা 4681। এই প্রতিযোগিতা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য। এই মনোভাব মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন হারাবে, যা তাদের শত্রুদের তাদের পরাভূত করার দরজা খুলে দেয়।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন, উপভোগ এবং সঞ্চয় করার প্রচেষ্টার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রচেষ্টা এবং অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

বস্তুজগত - 43

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পার্থিব সাফল্য খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারে বিভক্ত হতে পারে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও পার্থিব সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা এবং অর্জন করা বেআইনি নয়, তবে একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পার্থিব সাফল্য মানুষকে পরীক্ষা হিসাবে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পার্থিব সাফল্য মঞ্জুর করার পরে যে চারটি পথ বেছে নিতে পারে তা নির্ধারণ করে যে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কিনা। প্রথম পথটি হল পার্থিব সাফল্য, যেমন একটি ভাল কর্মজীবন লাভ করার পর, একজন মুসলিম তাদের কর্মজীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং সবকিছুর উপরে তাদের কর্মজীবনে অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা অর্থ উপার্জনের বিষয়ে কম বিরক্ত হয় এবং তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। এই ধরনের ব্যক্তি সাধারণ, যেখানে তারা আনন্দের সাথে একটি কম বেতনের জন্য একটি উচ্চ বেতন ছেড়ে দেয় কারণ তাদের কর্মজীবনে অগ্রগতির আরও সুযোগ রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পেতে এবং বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

পার্থিব সাফল্য পাওয়ার পর দ্বিতীয় যে পথটি বেছে নিতে পারে তা হল আরও বেশি সম্পদ অর্জনের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলা, যেমন তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ

করা এবং আর্থিক সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করা। এই ব্যক্তিটি তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের সম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে কম বিরক্ত হয় তবে কেবলমাত্র আরও সম্পদ তৈরির বিষয়ে চিন্তা করে। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের মনের শান্তি অর্জন থেকে এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

পার্থিব সাফল্য লাভের পর তৃতীয় যে পথটি বেছে নিতে পারে তা হল যখন কেউ নিজের অর্জিত পার্থিব সাফল্য যেমন সম্পদ বা খ্যাতি উপভোগে মগ্ন হয়ে পড়ে। তারা পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং তাই তারা এটি উপভোগ করার অধিকারী বলে মনে করে। এই লোকেরা আরও সম্পদ অর্জন বা তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য কম বিরক্ত হয় এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র নিজেদের উপভোগ করার বিষয়ে চিন্তা করে এবং তাই বিনোদন, মজা এবং গেমগুলিতে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, যেমন ছুটিতে যাওয়া এবং পার্টিতে যোগ দেওয়া। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের মনের শান্তি অর্জন থেকে এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

এই তিনটি পথই একজন ব্যক্তিকে পার্থিব সাফল্য লাভের পরীক্ষায় ব্যর্থ করে দেয়, এমনকি যদি তারা বৈধ পথে চলেও, কারণ এই জিনিসগুলি তাদের পার্থিব সাফল্য মঞ্জুর করার কারণ ছিল না।

যখন তারা পার্থিব সাফল্য লাভ করে তখন চূড়ান্ত এবং সঠিক পথটি বেছে নিতে পারে যখন তারা সাফল্যকে ব্যবহার করে, যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এর মাধ্যমে তারা তাদের পার্থিব সাফল্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং মানসিক ও শারীরিক শান্তি লাভ করে। তারা একটি আরামদায়ক জীবন যাপন করার জন্য তাদের পার্থিব সাফল্য ব্যবহার করার মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য অর্জন করে তবে অতিরিক্ততা, অপচয় এবং অযথা এড়াতে। এর অর্থ এই নয় যে কেউ পার্থিব সাফল্য উপভোগ করতে পারে না, তবে এর অর্থ হল পরিমিতভাবে এটি উপভোগ করার মধ্যেই সাফল্য নিহিত যাতে কেউ মানসিক প্রশান্তি লাভ করা থেকে বিভ্রান্ত না হয় এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হয়, যার মধ্যে পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে এবং আমল করে। পার্থিব সাফল্য লাভের পর আলোচিত প্রথম তিনটি পথের মধ্যে যে একটি বেছে নেয় তার পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়।

বস্তুজগত - 44

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শেখা এবং আমল করা এড়াতে ক্লাসিক অজুহাত ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে লালন-পালন করার জন্য তাদের ব্যস্ততাকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবেন যাতে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর কাজ করা এড়ানো যায়। যা কিছু মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে বাধা দেয়, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নেয়ামত ব্যবহার করা কিছুই নয়। কিন্তু তাদের জন্য শাস্তি ও অভিশাপ।

প্রথমত, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজের সাথে সৎ হতে হবে, কারণ নিজের সাথে মিথ্যা বলা তাদের উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তিতে বাধা দেয়। যদি একজন মুসলমানের কাছে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার সময় থাকে, তাহলে তাদের কাছে ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার সময় আছে।

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের দেওয়া প্রতিটি পার্থিব জিনিস তখনই আশীর্বাদে পরিণত হয় যখন তারা তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর। এর মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা জড়িত। যদি এই পার্থিব বিষয়গুলি, যেমন

স্ত্রী, সন্তান বা কর্মজীবন কাউকে ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করতে বাধা দেয়, তবে তাদের জানা উচিত যে এই পার্থিব জিনিসগুলি তাদের জন্য অভিশাপ ও শাস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের অলসতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এবং খারাপ মনোভাব।

ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার জন্য যেটুকু সময় আছে তা উৎসর্গ করা উচিত। মহান আল্লাহ তায়ালা আশা করেন না যে, মুসলমানরা পণ্ডিত হবেন, তবে তাদের অবশ্যই কিছু সময় দিতে হবে, যেটুকু সময় তারা পাবে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং আমল করার জন্য, যাতে তারা ধীরে ধীরে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করতে পারে। , যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত।

বস্তুজগত - 45

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। জিনিসের মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, একজনকে কখনই সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ তারা প্রায়শই এটি ভুল করে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মিডিয়া এবং সংস্কৃতি শেখায় যে প্রচুর সম্পদ থাকা মূল্যবান। যদিও, সত্য হল অতিরিক্ত সম্পদ থাকা শুধুমাত্র মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে যখন এটি অপব্যবহার করা হয়।

জিনিসের মূল্য বিচার করার একটি চমৎকার উপায়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামের শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিছু স্থায়ী হয় কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। সমস্ত জিনিস যার প্রকৃত মূল্য আছে, যেমন মনের শান্তি এবং ভাল কাজগুলি সহ্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি ধার্মিক কাজ করেছে, যেমন পবিত্র তীর্থযাত্রার বছর আগে তারা এখনও মনের শান্তি অনুভব করবে যখনই তারা এটি নিয়ে চিন্তা করে। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রদত্ত মানসিক প্রশান্তি হল এমন একটি জিনিস যা ধৈর্য্য ধারণ করে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। যেখানে, যে জিনিসের বাস্তব মূল্য নেই সেগুলি কখনই সহ্য করে না, যেমন মজা এবং বিনোদন। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একটি মুভি দেখা শেষ করে, তখন তারা পরবর্তী জিনিসটি দেখার জন্য খুঁজতে শুরু করে, কারণ মুভিটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা যে মজাটি অনুভব করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়। অবসরে ছুটিতে যাওয়া একই রকম। যখন কেউ ছুটি থেকে ফিরে আসে, তারা প্রায়শই পরবর্তীটির পরিকল্পনা শুরু করে, কারণ ছুটিতে তারা যে মজাটি উপভোগ করেছিল তা তারা বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। বন্ধু থাকা আরেকটি ক্লাসিক উদাহরণ। অনেক মানুষ বন্ধুত্বের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করে যদিও সেই বন্ধুত্ব

যা পৃথিবীতে প্রোথিত হয় সময়ের সাথে সাথে প্রায়শই ম্লান হয়ে যায়। সেরা বন্ধুরা অচেনা হয়ে যায়।

জিনিসগুলি সহ্য করে কি না সে অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা তাই কোনটির প্রকৃত মূল্য আছে এবং কোনটি নেই তা বিচার করার একটি চমৎকার উপায়। এটি থেকে কেউ শিখতে পারে যে তাদের কোথায় তাদের প্রচেষ্টা এবং সম্পদ উৎসর্গ করা উচিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

বস্তুজগত - 46

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি কেউ মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে মনের শান্তি এবং সাফল্য খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা কারও পেশার সাথে জড়িত নয়। এটি সুস্পষ্ট, কারণ এই জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকারী ব্যক্তিরা অন্য কারও তুলনায় বেশি মানসিক এবং মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা, চাপ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা এবং তারা মাদক ও অ্যালকোহলে সবচেয়ে বেশি আসক্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ, একা, মানুষের হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তির কেন্দ্র, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। এটি পাওয়ার জন্য একমাত্র শর্ত হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা, যে আশীর্বাদগুলি তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়- আমরা অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করব..."

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ থেকে বিরত থাকবে, যদিও তার পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কিন্তু এই আলোচনার মূল বিষয় হল আরও কিছু বোঝা। যেহেতু মনের শান্তি এবং সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন সম্পদের সাথে, এর অর্থ এই নয় যে এই জড় জগতকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং মহান আল্লাহ তায়ালা যে সুযোগগুলি দিয়েছেন, যেমন নিজেকে শিক্ষিত করার সুযোগ। ইসলাম ভারসাম্যের ধর্ম এবং এক্ষেত্রেও ভারসাম্য সর্বোত্তম। একজন মুসলমানের উচিত তাদের দেওয়া বৈধ সুযোগগুলিকে ব্যবহার করা, যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে বাধা দেয় না। উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষা ত্যাগ করা উচিত নয় এবং একটি ভাল ও বৈধ চাকরির পেছনে ছুটে যাওয়া উচিত নয় কারণ তাদের সাথে শান্তি ও সাফল্য নিহিত নয়। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পার্থিব সাফল্য নিজেই খারাপ নয়, এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর নির্ভর করে এটি খারাপ বা ভাল হয়ে যায়। অতএব, একজনকে পার্থিব সাফল্য লাভের জন্য তাদের দেওয়া ভাল এবং বৈধ পার্থিব সুযোগগুলিকে ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা তাদের

সৎ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং সমাজে কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি একজন ডাক্তার হওয়ার মতো একটি ভাল চাকরি পান, তার উচিত তাদের বেতন এবং সামাজিক প্রভাব এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে মহান আল্লাহকে খুশি করা হয়। তারা তাদের কাজের পরিমাণ কমাতে পারে, কারণ তাদের উচ্চ বেতন তাদের খরচ এবং আর্থিক দায়িত্বগুলিকে সহজেই কভার করে, যাতে তারা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার জন্য আরও বেশি সময় দিতে পারে এবং উপকারী প্রকল্পগুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় উৎসর্গ করতে পারে। এই সমস্ত জিনিসই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, সৎকাজ করা এবং সমাজে কল্যাণের প্রসার ঘটাবে। এই সমস্ত কিছু করা কঠিন বা অসম্ভব যখন কেউ পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না যখন একজন ভাল চাকরি পায়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী তাদের কাছে যে ভালো পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, যেমন একটি শহরের গভর্নর হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তারা এই পার্থিব সাফল্যকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেছে এবং তাই উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তি ও সাফল্য বৃদ্ধি করেছে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। উভয় জগতে তাদের শান্তি ও সাফল্য বৃদ্ধির জন্য এই আনুগত্য বজায় রেখে তাদের দেওয়া ভাল পার্থিব সুযোগগুলি ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের পার্থিব সাফল্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়, যদি না তারা সত্যই বিশ্বাস করে যে তারা তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ।

পরকাল- ১

জামে আত তিরমিযী, 2417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার পা নড়বে না।

প্রথমটি তাদের জীবন সম্পর্কে এবং তারা এটি দিয়ে কী করেছিল। এটি একজন ব্যক্তিকে দেওয়া সময় বোঝায়। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে মৃত্যু প্রায়ই অপ্রত্যাশিত সময়ে আসে। একজন মুসলমানের মনে করা উচিত নয় যে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে, কারণ এটি হওয়ার আগেই অনেকে মারা যায়। বাস্তবে, একজন যে বয়সেই পৌঁছান না কেন, সবাই স্বীকার করে যে তাদের জীবন এক ঝলকানি দিয়ে চলে গেছে। একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া, যখন তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। এমনকি যদি কেউ এই বয়সে পৌঁছেও, যেহেতু তারা তাদের জীবনে জড় জগতে নিমগ্ন ছিল, তাদের পরিবেশের পরিবর্তন তাদের চরিত্র এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে বিলম্ব করার পরিবর্তে তাদের দেওয়া সময়কে কাজে লাগানো, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে, তা নির্বিশেষে তারা কতদিন বেঁচে থাকুক। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় সে দেখতে পাবে যে তারা তা অনর্থক কাজে নষ্ট করছে, যা তাদের উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে বাধা দেয়, কারণ তারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করেনি। . অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

নিজের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়া বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনাও হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের পুরস্কার পালন করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী প্রশ্নটি হবে তাদের জ্ঞান এবং তারা তা দিয়ে কী করেছে। মুসলমানদের জন্য দরকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে

এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করুন। যে অজ্ঞ থাকে বা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় তার উভয় জগতেই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা নেই। একজন ব্যক্তি তখনই তাদের কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছাবে যখন তারা প্রথমে সঠিক পথটি খুঁজে পাবে এবং তারপরে নেমে যাবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সঠিক পথের অর্থ খুঁজে না পায়, জ্ঞান অর্জন করতে না পারে বা তার জ্ঞানের ওপর যাত্রা, অর্থ, আমল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা পাবে। উপকারী জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয় তা সমস্ত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে জ্ঞানের অপব্যবহার উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

কিয়ামতের দিন তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তাদের সম্পদ সম্পর্কে, তারা কীভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কীভাবে ব্যয় করেছে। প্রথমত, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কেবল বৈধ সম্পদ পাবে এবং সন্দেহজনক বা অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলবে। অবৈধ সম্পদ শুধুমাত্র একজনের সমস্ত সৎ কাজকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কারও ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে এর থেকে আসা সবকিছুই হারাম বলে বিবেচিত হবে এবং তাই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা । একজন মুসলমান হালাল সম্পদ অর্জন করতে এবং তা হালাল জিনিসগুলিতে ব্যয় করতে স্বাধীন, যেমন নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনগুলি অপচয়, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পূরণ করা। সম্পদ উভয় জগতেই একজন ব্যক্তির জন্য একটি মহান আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে যখন তা প্রাপ্ত এবং সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা না হলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য বড় আফসোস হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন ধনী ব্যক্তিদের

সামান্যই কল্যাণ হবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করে। , মহিমান্বিত। অনর্থক কাজে ব্যয় করার আগে, বিচার দিবসে যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করেছে তাদের জন্য যে মহান পুরস্কারটি দেওয়া হবে তা হারানোর বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে এবং পাপপূর্ণ এবং অনর্থক ব্যয় এড়াবে।

চূড়ান্ত প্রশ্ন হবে একজনের শরীর এবং কীভাবে তারা এটি ব্যবহার করেছে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিকে ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। এটি সত্য কৃতজ্ঞতা এবং তাই আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মন্দ এবং নিরর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে, কারণ শেষেরটি বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনা হবে এবং এটি প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

উপরন্তু, তারা তাদের শারীরিক শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে যেদিন তারা হারায় এবং আর সৎ কাজ করতে সক্ষম হয় না। আশা করা যায় যে যারা তাদের শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে তাদের দুর্বলতার সময়ে মহান আল্লাহ তাকে সমর্থন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে একই পুরষ্কার দেওয়া হবে, এমনকি তারা একই ভাল কাজগুলি না করলেও। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরকাল - 2

জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু সৎ কাজের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানকে তাদের মৃত্যুর পরেও উপকৃত করে, যেমন চলমান দান, উপকারী জ্ঞান এবং একজন ধার্মিক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। তাদের মৃত পিতা-মাতা।

পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। এর একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য তাদের সামনে আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি মুসলমানদেরকে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায়, যেখান থেকে তারা এবং অন্যান্য লোকেরা উপকৃত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলিমকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলিমকে সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতি চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং যদি এটি ধার্মিক হয় তবে তাদের তা করার শক্তি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের উচিত এমন

কিছু প্রস্তুত করা যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে, যাতে তারা কেবল আখেরাতের জন্যই কল্যাণ প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চলমান দাতব্যের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা থেকে সৃষ্টি অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়, যেমন পানির কূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি থেকে সৃষ্টি উপকৃত হবে দাতা তাদের মৃত্যুর পরেও পুরস্কার পেতে থাকবে।

উপকারী জ্ঞানের মধ্যে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের উপকার করে। সুনানে আবু দাউদ, 3641 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, দরকারী জ্ঞান পিছনে রাখা সমস্ত মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য। তাই মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ায় মনোনিবেশ না করে এই ঐতিহ্যকে বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করতে হবে। মূল হাদিসের এই অংশটিও একজনকে উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে উত্সাহিত করে, কারণ অন্যকে শেখানোর আগে একজনকে প্রথমে শিখতে হবে। যদি কেউ শিখতে এবং শেখানোর জন্য সংগ্রাম করে, তবে তাদের উচিত অন্য কাউকে শেখার এবং শেখানোর জন্য সংগঠিত করা, যেমন জ্ঞানের ছাত্রকে স্পনসর করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা জ্ঞানের এই শিক্ষার্থীর দ্বারা ছড়িয়ে পড়া যে কোনও দরকারী জ্ঞানের পুরষ্কারের পুরো অংশ পাবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয়টি তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কেউ তার সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী লালন-পালন করে। অন্যথায়, তারা তাদের মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে বিরক্ত করবে না। এটি অর্জন করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। অর্থ, একজন পিতা-মাতাকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং সে

অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হতে হবে। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তাদের সন্তান তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে থাকবে তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পরে, কারণ তাদের সন্তান নিয়মিত তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।

পরকাল - 3

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে, অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে, সম্পদ। তাদের উত্তরাধিকারী।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যদি কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, তাহলে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায়, তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে তাকে বিচারের দিন খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। অথবা যদি তাদের উত্তরাধিকারী আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তবে এটি নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই একটি বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে, কীভাবে সঠিকভাবে দোয়া ব্যবহার করতে হয় তা না শেখায়। তাদের উপর একটি দায়িত্ব। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একজনের পরিবার এবং সমস্ত পার্থিব নিয়ামত যা তারা জমা করে রেখেছিল তা তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের কাজই তাদের কাছে থাকবে। সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, তাদের অবশ্যই তাদের পার্থিব নিয়ামতগুলোকে ভালো কাজে রূপান্তর করতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথে তাদের নিঃসঙ্গ কবরে নিয়ে যায়। .

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা এই পৃথিবীতে একটি চাপপূর্ণ জীবন যাপন করবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, যেমন আল্লাহ, মহান, হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, শুধুমাত্র তাদের মনের শান্তি দান করেন যারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে তাঁর খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং বিচার দিবসে তারা খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে তাদের কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা হল] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা কাজে ভালো করছে।"

পরকাল - 4

জামে আত তিরমিযী, 2559 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে জান্নাত কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত এবং জাহান্নাম আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এর মানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া পথের মধ্যে রয়েছে কষ্ট ও কষ্ট। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি কোন ধরণের অসুবিধার মধ্য দিয়ে না গিয়ে এই পৃথিবীতে ভাল লাভ করতে পারে না, যেমন নিজের শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে কীভাবে কেউ বিশ্বাস করবে যে তারা অসুবিধার মুখোমুখি না হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারবে? ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা দেখতে পাবে যে ধার্মিকরা সর্বদা অসুবিধার সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা জানত যে জান্নাতের পথে অসুবিধা রয়েছে তারা অসুবিধার পরিবর্তে গন্তব্যের দিকে তাদের মনোযোগ বজায় রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষা করা হয়নি। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই পৃথিবীতে জান্নাতের স্থায়ী সুখ পেতে একটি অত্যন্ত ছোট মূল্য দিতে হয়. অতএব, তাদের উচিত প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে ক্রমাগত গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং প্রতিটি সময়ে গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা। কষ্ট, ধৈর্য অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা।

জাহান্নামের পথ কামনায় পরিপূর্ণ। এটি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। যদিও এই পৃথিবীতে হালাল আনন্দ উপভোগ করা হারাম নয়, তবুও একজন মুসলিমের উচিত যতটা সম্ভব এগুলিকে কম করা, কারণ এই হালাল ইচ্ছাগুলি প্রায়শই হারাম আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। একজন মুসলমানের কখনই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষার আনুগত্য করা উচিত নয় যদি এর অর্থ তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ ইচ্ছা পূরণের আনন্দ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় যেখানে অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উপসংহারে বলা যায়, পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জাহান্নামে শেষ হলে কেউ ভালো অনুভব করবে না। এবং একটি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের খারাপ লাগবে না যদি তারা জান্নাতে শেষ হয়।

পরকাল - 5

সহীহ মুসলিম, 7232 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে মানুষ পৃথিবীতে যে অবস্থায় মারা গিয়েছিল সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

এর মানে হল যে, যদি কোন ব্যক্তি ভাল অবস্থায় মারা যায় তবে তারা ভালভাবে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু যদি তারা মন্দ পথে মারা যায় তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাস করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় যে তারা ইসলামে বিশ্বাসী থাকায় এটি গ্যারান্টি দেয় যে তারা মারা যাবে এবং বিচারের দিনে একটি ভাল অবস্থায় উত্থিত হবে। যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং অতঃপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও আলেম লাগে না।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, তারা যে অবস্থায় জীবন যাপন করেছে সে অবস্থায় তাদের মৃত্যু হবে। অর্থ, যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জীবনযাপন করে, তাঁর আদেশগুলি আন্তরিকভাবে পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, তবে তারা অবশ্যই তার উপর নির্ভর করবে। একটি ভাল অবস্থায় মারা যান এবং তাই একটি ভাল অবস্থায় পুনরুত্থিত হন, যার মধ্যে ধার্মিকদের সাথে উত্থাপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত, যেমন তারা কার্যত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহকে অমান্য করে জাহান্নামের পথে হাঁটা উচিত নয়, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা, এবং বিশ্বাস করা যে তারা কোনো না কোনোভাবে ভালো অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যাতে তারা জান্নাতে ধার্মিকদের সাথে যোগ দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পরকাল - 6

সহীহ মুসলিম, 7420 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একমাত্র সম্পদ যা প্রকৃতপক্ষে অধিকারী তা তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত।

প্রথমটি হ'ল একজন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে খাদ্য প্রাপ্তি এবং খাওয়ার জন্য ব্যয় করে। একজন মুসলমানের উচিত খাবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয় করা কারণ এটি একটি পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

মুসলিমদের জন্য শুধুমাত্র হালাল খাবার গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুযায়ী যদি তারা হারাম খায় তবে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি কারো প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে তাদের বাকি কাজগুলি কীভাবে আল্লাহ কবুল করতে পারেন, মহিমান্বিত? প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 2342, নির্দেশ করে যে হারামের মূলে থাকা যে কোনও ভাল কাজ প্রত্যাখ্যাত। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা ।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এমন মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা সাধারণ খাবার খায় যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য খায় এবং খাওয়ার জন্য বাঁচে না, যাতে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাদের পেটের দ্বারা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হয়।

পরের জিনিসটি একজন তাদের আসল সম্পদ তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করে। আবার, একজন মুসলমানের উচিত বাড়াবাড়ি এবং অপচয় এড়ানো, কারণ এই লোকদেরকে শয়তানের ভাইবোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..*"

সুন্দর, পরিষ্কার এবং সাধারণ পোশাকে একজন মুসলমানের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বর হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের একটি দিক। ইসলাম সুন্দর চেহারার বিরুদ্ধে নয় তবে একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটি ব্যয় না করে সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সম্পদ বা সময়। সুন্দর দেখানোর জন্য উত্সর্গটি কখনই তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব থেকে কাউকে বাধা দেবে না। সত্য হল যে কেউ যত বেশি তাদের চেহারায় লিপ্ত হবে তত বেশি তারা তাদের জীবনের অন্যান্য দিক যেমন তাদের গাড়ি, বাড়ি এবং খাবারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে। এটি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার

করতে বাধা দেবে। এতে উভয় জগতেই অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে যে সম্পদের মালিক হন তা হল পরকালে তা ব্যয় করার মাধ্যমে যা মহান আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট হয়। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত আশীর্বাদ যা একজনকে দেওয়া হয়েছে, শুধু সম্পদ নয়। এই নিয়ামতগুলোকে কেউ যত বেশি ব্যবহার করবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, উভয় জগতেই তত বেশি শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে প্রথম দুটি জিনিস ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন, কারণ এগুলি তাদের বিধানের একটি অংশ যা পরিবর্তন করতে পারে না এবং আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর

আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পৃথিবী এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, তাদের অনুসন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং এর পরিবর্তে শেষ দিকের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রকৃত অর্থে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করার অন্যান্য সকল প্রকার, একজন ব্যক্তির অন্তর্গত নয় এবং অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যদিও বিচারের দিনে তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে।

পরকাল - 7

সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এর ফলে মানুষ পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে কাজগুলো করেছে সে অনুযায়ী ঘাম ঝরাবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

সূর্যকে তাদের এত কাছে নিয়ে আসা হলে বিচার দিবসে পরিস্থিতি কতটা কঠিন হবে তা উপলব্ধি করার জন্য একজনকে কেবল গ্রীষ্মের তীব্র আবহাওয়ার শিকার হওয়ার সময় এবং তাপ কীভাবে তাদের মনোভাব এবং আচরণকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে। বিচার দিবসে তিনি শিথিলতা পাবেন। কিন্তু যারা অলস ছিল, শিথিল ছিল এবং পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিল, বিচার দিবসে তারা খুব চাপের শিকার হবে। সহজ কথায়, যে এখানে চেষ্টা করবে সে সেখানে বিশ্রাম পাবে কিন্তু যে এখানে শিথিল করবে সে সেখানে কষ্ট করবে।

মানুষ যেভাবে এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তারা একটি আরামদায়ক জীবন এবং এমনকি একটি আরামদায়ক অবসর লাভ করতে পারে,

যদিও অবসরের বয়সে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয় না, মুসলমানদের উচিত এই পৃথিবীতে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত মহান আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। আশীর্বাদ তাদের দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যাতে তারা তাকে খুশি করে, যাতে তারা এই পৃথিবীতে শান্তি ও আরাম পেতে পারে এবং যে দিনটি ঘটবে। এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম করা বড় অজ্ঞতার চিহ্ন যা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের দিন, এবং এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম না করা যেদিন তারা পৌঁছানোর এবং অভিজ্ঞতা লাভের গ্যারান্টিযুক্ত, যথা বিচার দিবস।

পরকাল - 8

জামে আত তিরমিযী, 484 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে যে ব্যক্তি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে সেই ব্যক্তি হবে যে তার প্রতি সর্বাধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। .

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ পবিত্র কুরআনে মৌখিকভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং অনেক হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৩৩৭০ নম্বরে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৩৩ আল আহজাব, আয়াত ৫৬ :

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ নবী এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বরকত বর্ষণ করেন [তাঁকে তা করতে বলেন]। হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি রহমত প্রার্থনা কর এবং [আল্লাহর কাছে] শান্তি প্রার্থনা কর।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি সঠিকভাবে তার প্রতি আশীর্বাদ ও অভিবাদন পাঠাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তার ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের কথাকে সমর্থন করতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ যা একজনকে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াত, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 31 নং আয়াতটি পূরণ করার অনুমতি দেয়:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাদের পার্থিব কর্তব্যকে অবহেলা না করে এই জড় জগতের উপর পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে দেয় । অর্থ, এটি তাদের দেখাবে যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করা। এটি একজনকে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে নেভিগেট করার অনুমতি দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়ই হোক না কেন, বস্তুজগত, তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অন্যান্য লোকেদের কাছে নিজেকে নিবেদিত করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত না গিয়ে। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করার অনুমতি দেবে কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির প্রতি অবহেলা বা অতিরিক্তভাবে নিজেকে নিবেদিত না করে।

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন না, যা অনুসরণ করা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এটি অর্জন করতে পারে তবে এর জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রকৃত অর্থ এটাই । যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে বাস্তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে এবং এর ফলে তারা পরকালে তার সাথে যুক্ত হবে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

পরকাল - 9

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের আমলের স্বরূপ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায়। যদি কোনো মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে তা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের নিয়ামতগুলো ব্যবহার করবে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য

অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে, যে বাড়িতে তারা কেবল অল্প সময়ের জন্য থাকবে, তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ কখনই ভুলে যাবেন না যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিস, যেমন তাদের ব্যবসা, তারা তাদের বেশিরভাগ শক্তি উৎসর্গ করে, যখন তারা তাদের কবরে পৌঁছে তখন তাদের পরিত্যাগ করবে। শুধু তাদের আমলই তাদের সাথে থাকবে, একই আমল যা নির্ধারণ করবে তাদেরকে জান্নাতের বাগানে রাখা হবে নাকি জাহান্নামের গর্তে।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তিকে অনুমান করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তার বিশ্বাস তার জান্নাতের বাগান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। বিশ্বাস হল একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা একজনের কাজের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। অন্তরে যা আছে তার জ্ঞানী এই নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদিও সে ঈমানদার... আমরা অবশ্যই তাদের [আখেরাতে] তাদের পুরষ্কার দেব যা তারা করত তার সর্বোত্তম অনুসারে।"

আর সত্য হলো, ঈমান যেমন একটি বৃক্ষের মতো, তেমনি এটিকে অবশ্যই সৎকর্মের দ্বারা পানি ও পুষ্ট করতে হবে। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসের গাছটিকে লালন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের কবরে পৌঁছানোর আগেই এটি শুকিয়ে যায়।

পরকাল - 10

সহীহ বুখারী, 103 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের আমলের বিচার করবে, বিচারের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও এই জড় জগতের হালাল আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়, তারা প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক বক্তৃতা সাধারণত পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ। উপরন্তু, কেউ যত বেশি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসে লিপ্ত হবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তত বেশি হবে। এক মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন একটি কঠিন দিন হবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন কেউ তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের সময় জাহান্নাম তাদের মুখোমুখি হবে। অতএব, একজনের অ্যাকাউন্টিং যত দীর্ঘ হবে, তারা তত বেশি চাপ সহ্য করবে। যদিও, একজন মুসলিম মহান আল্লাহ ক্ষমা ও রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কম নয়, তাদের জবাবদিহিতা যত দীর্ঘ হবে তত বেশি চাপ তারা সহ্য করবে। বিচারের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে বলে পবিত্র কুরআন অনুসারে, কয়েক দশকের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার অর্থ নেই যদি এর অর্থ হয় যে এমন একটি দিনে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। অধ্যায় 70 আল মাআরিজ, আয়াত 4:

"...একটি দিনে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"

তাই বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতা কম করার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করাই উত্তম। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছেন তার একটি কারণ যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি একটি সাধারণ জীবন যার কারণে গরিব মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের থেকে পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কারণ তাদের হিসাব কম হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4122 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত 80 বছরের বেশি বাঁচে না, তাহলে জান্নাতে প্রবেশে 500 বিলম্বের কারণ হয়ে উঠলে একটি ভোজনবিলাসী জীবন যাপন করার কি কোন মানে হয়? বছর? এই অনুমান, একজন ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি না পেয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যত বেশি হালাল পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হবে, ততই তারা এই দুনিয়ায় চাপের মুখোমুখি হবে, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে তত বেশি বিভ্রান্ত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ, এবং বিচারের দিন তাদের জবাবদিহিতা আরও কঠিন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি সরল জীবন যাপন করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব অনুযায়ী পার্থিব জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই লাভ করে এবং ব্যবহার করে , সে মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবে এবং তারা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত হবে। , যা একটি সহজ চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টিং বাড়ে. কোন পথটি সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করতে পণ্ডিত লাগে না।

পরকাল - 11

সহীহ বুখারী, 1372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুতির একমাত্র উপায় হল তাকওয়া যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই নেক আমলগুলো মহান আল্লাহর অনুমতি ও রহমতে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলমান তাদের পার্থিব গৃহকে আরামদায়ক করার জন্য কীভাবে অনেক সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করবে, যদিও এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান খুব কম, অথচ তারা তাদের কবরকে আরামদায়ক করার দিকে খুব কমই মনোযোগ দেয়, যদিও তারা কবরে অবস্থান করে। দীর্ঘ এবং আরো গুরুতর হবে.

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেবে, তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের আমল তাদের কাছে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেয়ে নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের উচিত হবে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে, এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয় তখন এটি একটি ন্যায় কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনই পরিত্যাগ করবে না কারণ এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 55:

"এটি থেকে [অর্থাৎ, পৃথিবী] আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং তাতেই আমরা তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আমরা আবারও তোমাদের বের করব।"

পরকাল - 12

জামে আত তিরমিযী, 3120 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার প্রভু কে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং এই বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আদেশের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটিই প্রমাণ যা একজন মুসলমানকে তাদের কবরে সমর্থন করবে যখন তারা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি কিছু অমুসলিমও মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবুও তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেনি। যদি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো, তাহলে এই অমুসলিমরা এই প্রশ্নে সফল হবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা সফল হবে না।

পরের প্রশ্ন হবে আপনার ধর্ম কি? একজন মুসলমান যদি এর সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কেবল ইসলামে বিশ্বাসী নয় বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করার আন্তরিক প্রচেষ্টা জড়িত। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে

দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য করা হয়েছে । একজনের সামাজিক, আর্থিক, কর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন হিসাবে।

এই হাদিস অনুযায়ী শেষ প্রশ্ন হবে আপনার নবী কে? উল্লেখ্য যে, অতীতের কিছু জাতিও তাদের নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলমান যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের কেবলমাত্র মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই, অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে তাদের অনুসরণ করা। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

মহান আল্লাহর রহমত, ভালবাসা এবং ক্ষমা, যা একজন মুসলিমকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

উপসংহারে বলা যায়, লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর যেমন অধ্যয়ন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে কার্যত জ্ঞান না শিখে সফলভাবে উত্তর দেওয়া যায় না, তেমনি কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে না শিখে এবং আমল না করে সফলভাবে কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

পরকাল - 13

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি তাদের জীবন জুড়ে মানুষের মুখোমুখি বিভিন্ন অসুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন কিছু বিষয় আছে যা একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখার জন্য মনে রাখতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল একটি সত্য মনে রাখা যা সহীহ মুসলিম, 7088 নম্বর হাদিস দ্বারা সমর্থিত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যে ব্যক্তি জান্নাতে শেষ হবে সে পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তার দ্বারা বিরক্ত হবে না। এবং যে ব্যক্তি জাহান্নামে শেষ হবে সে ভাল বোধ করবে না যখন তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় উপভোগ করা বিলাসিতাগুলির কথা মনে করিয়ে দেবে।

আখেরাতকে এই দুনিয়ার মতো ভেবে বোকা বানানো উচিত নয়। এই পৃথিবীতে কষ্টগুলো কষ্ট পাড়ি দিয়েও মানুষকে কষ্ট দেয়। এবং যে মুহূর্তগুলিতে একজন ব্যক্তি বিলাসিতা উপভোগ করেছিল সেগুলি কারাগারে থাকলেও তাদের আরও ভাল বোধ করতে পারে। কিন্তু পরকালের ক্ষেত্রে তা নয়। সুতরাং একজন মুসলমানের এই সত্যটি মনে রাখা উচিত যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় জেনে রাখা যে তারা জান্নাতে শেষ হলে এটি তাদের মোটেও বিরক্ত করবে না। এবং পাপ, নিরর্থক জিনিস এবং এই বিশ্বের বিলাসিতা তাদের জাহান্নামে শেষ হলে ভাল অনুভব করবে না।

এই মনোভাব একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া যা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, যদি তারা এটি নিয়ে প্রায়ই চিন্তা করে।

পরকাল - 14

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে যখন তারা কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং এই সমস্যাটির জন্য তাদের অনুশোচনা হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তারা কোন ধরনের পার্থিব ব্যর্থতা বা অনুশোচনার সম্মুখীন হয় তখন তাদের আখেরাতের অনুশোচনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন 89 আল ফজর, 24 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

এই পৃথিবীতে, একজনের অনুশোচনা সর্বদা অন্য একটি সুযোগ বা অন্য বিকল্প দ্বারা অনুসরণ করা হবে যা তারা আবার সাফল্য অর্জনের জন্য অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু পরকালের অনুশোচনা ও ব্যর্থতা এমন একটি বিষয় যার অর্থ সংশোধন করা যায় না, পরকালের দ্বিতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দুনিয়ার ব্যর্থতা ও অনুশোচনার কারণে আখেরাতে যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে পারে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে এই পৃথিবীতে বৈধ সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। এর

অর্থ হল তাদের সর্বদা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের চেয়ে পরকালে সাফল্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা যা মুসলমানদের এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে গ্রহণ করা উচিত যেখানে তাদের ব্যর্থতা এবং অনুশোচনার প্রতিফলন তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সে দিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার স্মরণ কিভাবে হবে?"

পরকাল - 15

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী রিপোর্ট. তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করেছে এবং তাদের অনুশোচনা রয়েছে।

মুসলমানদের বুঝতে হবে যে অনুশোচনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল পার্থিব বিষয়ের জন্য অনুশোচনা, যেমন বিয়ে না করা বা সন্তান না হওয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাদের কবরে এবং বিচারের দিনে অনুশোচনা করা, যেমন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সম্পদ এবং আশীর্বাদের আরও ভাল ব্যবহার না করা। পার্থিব অনুশোচনা, সে যাই হোক না কেন, কখনই স্থায়ী হবে না, কারণ তারা হয় শেষ হয়ে যাবে যখন কেউ তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে, তার মন পরিবর্তন করবে বা মারা যাবে। এগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির, কারণ এই ধরণের অনুশোচনার সর্বাধিক সময় তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এবং এগুলি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কারণ এই অনুশোচনাগুলি দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে পারে তবে কঠোর শাস্তি বা যন্ত্রণার কারণ নয়। উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমতে একজন ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছালে এই অনুশোচনার অবসান ঘটবে।

পক্ষান্তরে, পরকালের অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী, কারণ কবরে এবং বিচার দিবসের সময় এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ হবে। এগুলি শেষ হবে না যতক্ষণ না কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, যা ঘটতে পারে না বা এটি খুব দীর্ঘ সময়ের পরে ঘটতে পারে, কারণ পরকালে একটি দিন পৃথিবীতে এক হাজার বছরের সমান। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 47:

"...এবং অবশ্যই, আপনার পালনকর্তার কাছে একটি দিন হাজার বছরের সমান যা তোমরা গণনা কর।"

পরিশেষে, এই অনুশোচনাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলো পরকালে কঠিন শাস্তি ও যন্ত্রণার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত এই বিষয়ে চিন্তা করা এবং এই দুনিয়ার অনুতাপ দূর করার চেষ্টা করার আগে কবরে এবং কিয়ামতের দিন তাদের সম্ভাব্য অনুশোচনা দূর করার চেষ্টা করে নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

" এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার স্মরণে কী লাভ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

পরকাল - 16

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, তাই মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে, কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ উপার্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানরা দেয়। অগ্রাধিকার তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং শুধুমাত্র তাদের আমল তাদের সাথে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার জন্য এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার

দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয়, এটি একটি সৎ কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্থিব জিনিস যেমন তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি পরিবর্তে একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে।

পরকাল - 17

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে, সে চূড়ান্ত আহ্বানকে সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তায়ালার আহবানের প্রতি অমনোযোগী জীবনযাপন করে, তাদের দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সেখানে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে। তাদের সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়ার জন্য একটি বড় বোঝা। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে এতদিন উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বান আসবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা

বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

পরকাল - 18

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 80 আবাসা, 34-37 আয়াতের সাথে সংযুক্ত:

"যেদিন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এটি সেই সময় যখন প্রতিটি ব্যক্তি বিচারের দিনে তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের নিজেদের মঙ্গলের উদ্বেগ থেকে পালিয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয় না, কারণ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এটি তাদের প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে তাদের সঠিক জায়গায় রাখতে উত্সাহিত করে। এর অর্থ এই যে, তাদের উচিত অন্যের অধিকার আদায় করা, অর্থের সীমারেখা না নিয়ে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বের সাথে আপোষ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অনেক দূরে চলে যায় এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি ভুল ভালবাসা এবং আনুগত্যের কারণে এই আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি পরিত্যাগ করে। এর ফলে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। এমনকি কেউ কেউ হারাম রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের খুশি করার জন্য পাপ করে। এই মহান ঘটনা স্পষ্টভাবে এটা করার খারাপ দিক দেখায়. একজন মুসলিমের উচিত সবসময় অন্যদেরকে, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের, ভালো কিছুতে সমর্থন করা কিন্তু কখনোই খারাপ কাজে তাদের সমর্থন করা উচিত নয়, তাদের সাথে তাদের বন্ধন যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, কারণ সৃষ্টির কোনো আনুগত্য

নেই যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, এই মহান ইভেন্টটি এমন লোকেদের মধ্যে ঘটবে যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির থেকে তাদের বন্ধুদের সাথে গভীর সংযোগ ভাগ করে নেয়। তাহলে বিচার দিবসে আত্মীয়-স্বজনের পরিণতি যদি এমন হয়, বন্ধুদের পরিণতি কি কেউ কল্পনা করতে পারে? 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 28:

"হায়, হায় আমার! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম।"

এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানুষদের সত্যিকার অর্থে একে অপরের উপকার করার একমাত্র উপায় হল যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয় , যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হিসাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সব কিছুর উপরে এবং এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে একে অপরকে সাহায্য করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া"

পরকাল - 19

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুপারিশ করবেন এবং প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ বিচারের সময় মহান আল্লাহ কবুল করবেন। দিন।

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াতের যোগ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যার ফলশ্রুতিতে এই কাজগুলো করা হয়, যেমন নামাযের আযান শোনার পর এর জন্য দোয়া করা। সুনানে আন নাসাই, নম্বর 679-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য একজনকে নিয়মিতভাবে মসজিদে ফরজ নামাজে অংশ নিতে হবে, বরং বাড়িতে নামাজ পড়তে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম যা সুপারিশের ফলস্বরূপ হবে তা হ'ল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শেখা এবং আমল করা। একজন মুসলিমের এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং তারপর বিচারের দিনে সুপারিশের আশা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর রহমতে সত্যিকারের আশার তুলনায় ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার কাছাকাছি, যা দোষের যোগ্য এবং বাস্তব মূল্যহীন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম যারা এই ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে যদিও তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মদ সা. এই মুসলিমদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যদিও সুপারিশ একটি সত্য, কিছু

মুসলিম যাদের সুপারিশের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে সংগ্রাম করে প্রকৃত আশাকে গ্রহণ করা উচিত, যা তারা প্রদত্ত নেয়ামতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে।

উপরন্তু, যে মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং ধরে নেয় যে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে নাজাত পাবে তাদের অবশ্যই এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং উপহাসমূলক মনোভাবের কারণে তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেও পারবে না। অতএব, এই মুসলমানকে বিচার দিবসে এই সুপারিশ পাওয়ার চেয়ে একজন মুসলিম হিসাবে মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতে হবে, যা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত।

পরকাল - 20

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 101 আল ক্বারিয়াহ, আয়াত 6-9 এর সাথে সংযুক্ত:

“অতঃপর যার পাল্লা ভারী হয় [ভালো আমলে]। তিনি একটি সুখী জীবন হবে. কিন্তু যার দাঁড়িপাল্লা হালকা। তার আশ্রয় একটি অতল গহ্বর হবে।"

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কর্মের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজগুলি বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং সৎ কাজ করার জন্য তাদের উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের আমলের নিয়মিত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যেখানে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসার সঠিক দিক নিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পন্ন

করেছে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে । যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কেবল পাপ করাই এড়াতে হবে না বরং তাদের দান করা আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি পাপী নাও হতে পারে তবে যেহেতু সেগুলি সৎ কাজ নয়, তাই বিচারের দিনে তারা অনুশোচনার দিকে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে যখন কেউ বুঝতে পারে যে তারা যে নিরর্থক কাজগুলি করেছে তা যদি তারা ব্যবহার করত তবে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার ভাল দিকে রাখা যেত। আশীর্বাদ সঠিকভাবে। কিছু ক্ষেত্রে, দাঁড়িপাল্লার দুই পক্ষের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিত্রাণ এবং অভিশাপের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।

পরকাল - 21

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22 এর সাথে সংযুক্ত:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

এটা হল যখন বিচারের দিনে লোকেরা তাদের পাপের জন্য শয়তানকে দোষারোপ করার চেষ্টা করবে যাতে তাদের শাস্তির বোঝা তার কাছে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি নিরর্থক এবং মূর্খ অজুহাত, যেহেতু শয়তান শুধুমাত্র মানুষকে পাপ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে, সে শারীরিকভাবে কাউকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য বাধ্য করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিকভাবে বা ভুলভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মান্য বা অমান্য করার একটি পছন্দ করে এবং তাই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝতে না. তারা প্রায়শই পাপ করে এবং হয় অন্যকে দোষারোপ করে ঘোষণা করে যে তারা এইভাবে কাজ করতে নিশ্চিত ছিল বা তারা ঘোষণা করে যে অন্যরা প্রকাশ্যে পাপ করছে এটি তাদের একইভাবে কাজ করার লাইসেন্স দেয়। একইভাবে একটি পার্থিব আদালতে একজন বিচারক কখনই এই অজুহাত গ্রহণ করবেন না এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহও গ্রহণ করবেন না। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সংস্কৃতি বা ফ্যাশনকে তাদের আচরণের মানদণ্ডে পরিণত করবে না, কারণ এটি তাদের বিপথগামী করবে এবং বিচার দিবসে

তাদের কোন বৈধ অজুহাত থাকবে না। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলা উচিত যা সহজভাবে বর্ণনা করে যে একজন ব্যক্তির কীভাবে সমস্ত পরিস্থিতিতে আচরণ করা উচিত। সময় এসেছে মুসলমানরা শিশুসুলভ অজুহাত ত্যাগ করে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। , তারা এমন দিনে পৌঁছানোর আগেই যেদিন তাদের অজুহাত মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ যদি শয়তানকে তাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে দোষারোপকারীদের অজুহাত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে মহান আল্লাহ তার অবাধ্যতার অন্য কোন অজুহাত কিভাবে গ্রহণ করবেন?

পরকাল - 22

অনেক হাদিস আছে যা আকাশের পুল নিয়ে আলোচনা করে, যেমন সহীহ বুখারি, নম্বর 6579 এ পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে এটির পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে এক মাস সময় লাগে, এর গন্ধ পারফিউমের চেয়ে সুন্দর, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং যে একবার তা থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসা পাবে না। শেষ বিন্দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিচার দিবসে লোকেরা একটি চরম এবং অকল্পনীয় তৃষ্ণা অনুভব করবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে যার কারণে মানুষ অতিরিক্ত ঘামবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান এই পুকুর থেকে পান করতে চায়, তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের উচিত কেবল এটি অর্জনের আশা না করে নিজেকে এটি থেকে পান করার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কাজ যা কাউকে স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 5996 নম্বর, সতর্ক করে যে কিছু মুসলিম যারা ইসলামে খারাপ জিনিস উদ্ভাবন করেছে তাদের আটক করা হবে এবং স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হবে। সুনান আন নাসাইতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 4212 নম্বর, সতর্ক করে যে যারা অন্যায়কারী শাসকদের মিথ্যা ও ভুল কাজকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে তারা স্বর্গীয়

পুকুরে পৌঁছাবে না। সুতরাং, যারা স্বর্গীয় জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে এবং পান করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পরকাল - 23

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর যে সেতু স্থাপন করা হবে তা পার হওয়ার জন্য মানুষকে আদেশ করা হবে। এটি ইসলামিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6573 নম্বর হাদিস পাওয়া গেছে। এটি সতর্ক করে যে সেতুর উপর অত্যন্ত বড় হুক থাকবে যা তাদের কাজ অনুসারে মানুষকে প্রভাবিত করবে। কেউ কেউ তাদের দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, কেউ কেউ সেতু পার হওয়ার আগে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার হবে, অন্যরা তাদের থেকে সামান্য আঘাতের সম্মুখীন হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা ধার্মিকদের কোন ক্ষতি হবে না। সহিহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 455 নম্বর, সতর্ক করে যে সেতুটি চুলের স্ট্র্যান্ডের চেয়ে সরু এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।

এখান থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কর্ম অনুযায়ী সেতু অতিক্রম করবে। তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিরাপদে সেতু পার হতে চাইলে কোনো কর্তব্য অবহেলা না করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। একজনের এটিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং কেবল আশা করা উচিত যে তারা যাদুকরীভাবে সেতুটি অপ্রতিরোধ্যভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই সেতুটি অতিক্রম করবে তা একটি দর্পণ হবে যে তারা এই পৃথিবীতে ইসলামের সরল পথে কতটা অবিচল ছিল। এই সরল পথ পবিত্র কুরআনের পথ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যে কেউ এই পথ পরিত্যাগ করবে সে সফলভাবে এই সেতু পার হতে পারবে না। সহজ কথায়, এই পৃথিবীতে যত বেশি মানুষ সরল পথে অটল থাকবে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে ও আমল করার মাধ্যমে, সে তত সহজে জাহান্নামের সেতু অতিক্রম করবে। বিচার এর দিন। এই পৃথিবীতে সরল পথ সুস্পষ্ট করা হয়েছে, তাই মানুষের কোন অজুহাত নেই।

পরকাল - 24

মনে রাখার বিষয় হল যে বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে আগুনের মুখোমুখি হবে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুনকে এড়িয়ে চলে, সেভাবে তাদের পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত কারণ এটি একটি গোপন আগুন যা তাদের পরকালে দেখানো হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবল আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটি সত্য হত, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যে এত কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভাল বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিচার দিবসে কিছু মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যে মুসলমান মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা ত্যাগ করে, তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

বর্ম ও ঢাল ব্যতীত যেভাবে যুদ্ধে প্রবেশ করা যায় না, তেমনি একজন মুসলমানও মহান আল্লাহর আনুগত্যের বর্ম ও ঢাল ছাড়া হাশরের দিনে প্রবেশ করবে না। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তেমনি একজন মুসলমান যিনি বিচার দিবসে পৌঁছে যাবেন আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ছাড়াই। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

পরকাল - 25

এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়ানো অত্যাবশ্যক, কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের গর্ব প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে, বাস্তবে একটি আলো যা তারা পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চাইলে এই দুনিয়ায় সংগ্রহ করতে হবে। যদি কোনো মুসলমান গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে পৃথিবীতে এই নূর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে। তার উপর, তাহলে তারা পরকালে এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা কিভাবে করতে পারে?

সকল মুসলমানই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না, অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে। যদি কেউ তার এই জগতের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নেয় , তবে তারা তার সাথে পরের পৃথিবীতে কীভাবে শেষ হতে পারে?

উপরন্তু, ইসলামিক শিক্ষাগুলি স্পষ্ট করে যে, যারা তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করেছিল তাদের জান্নাত দেওয়া হবে। তাই কাউকে অন্যথায় বিশ্বাস করার জন্য কখনই বোকা বানানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কার্যত সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তার বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, কারণ বিশ্বাস একটি গাছের মতো যাকে কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করা উচিত, অন্যথায় এটি মারা যেতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 32:

"যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যুবরণ করে, [তারা] উত্তম ও পবিত্র; [ফেরেশতারা] বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।"

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুসলমান যদি এই অকল্পনীয় নিয়ামত পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য কার্যত চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি হল যখন একজন ব্যক্তি কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক

আনুগত্য নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

পরকাল - 26

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সমাজে মিথ্যা দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। মক্কার অমুসলিমরা, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে, দাবি করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মূর্তি পূজা করত, কারণ তাদের মূর্তি বিভিন্ন পবিত্র সত্তা যেমন ফেরেশতাদের প্রতিনিধিত্ব করে। , যা মহান আল্লাহর নিকট ও প্রিয় ছিল। তাদের উপাসনা করে, তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিল যে মূর্তিগুলি বিচারের দিনে তাদের পক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে, যার ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা থেকে তাদের উদ্ধার করা হবে। তাদের দৃষ্টিতে, তারা যা খুশি তা করার জন্য এটি একটি বিনামূল্যের টিকিট ছিল কারণ এই মধ্যস্থতার কারণে তাদের কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 18:

" এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে, "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।"

এবং অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 3:

"... এবং যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অভিভাবক গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পথ দেখান না যে মিথ্যাবাদী..."

দুর্ভাগ্যবশত, একই ধরনের মনোভাব কিছু মুসলমানদের মনের মধ্যেও তৈরি হয়েছে যারা একই ধরনের বিশ্বাস গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা এমন কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাকে পবিত্র এবং মহান আল্লাহর নিকটবর্তী বলে মনে করা হয় এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য, উপহার, উপঢৌকন এবং উপহারের মাধ্যমে তাকে খুশি করার চেষ্টা করে। কিছু ক্ষেত্রে, তাদের সম্মান এবং শ্রদ্ধার অস্বাস্থ্যকর স্তর দেখানো। তাদের উদ্দেশ্য হল এই পবিত্র ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করা। যদিও অন্যের জন্য প্রার্থনা করা বৈধ এবং বিচার দিবসে বিশ্বাসীদের পক্ষে সুপারিশ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, তবুও এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। অন্যথায় চিন্তা করা শুধুমাত্র এই বাস্তবতাগুলিকে উপহাস করা।

এই ভুল বিশ্বাস অনেক মুসলমানকে ইচ্ছাপূরণের চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে চালিত করেছে যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রকাশ্যে এবং অবিরামভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে পারে, তবুও এই পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে যেকোন ধরনের জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পাবে। যদি এটি সত্য হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সন্তুষ্ট, সর্বাপেক্ষা পবিত্র মানুষ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ও সাহায্য পেতেন, তবুও তারা ক্রমাগত তাদের জবাবদিহিতাকে ভয় করতেন এবং তাই আন্তরিকতার সাথে অবিচল থাকতেন। মহান আল্লাহর আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআন

এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

নিজের অনিবার্য জবাবদিহিতার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে বরং মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। , তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক । অন্যথায় তারা একটি মহান দিনে কঠোর এবং কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে পারে।

পরকাল - 27

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বিচার দিবসকে অস্বীকারকারীদের দ্বারা প্রদত্ত আপত্তিগুলির মধ্যে একটি হল যে, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা তাদের কঠিন মনে হয়, তিনি মানুষের ধূলিকণা এবং হাড়গুলি একত্রিত করবেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং মাটি এবং অন্যান্য জিনিসের সাথে মিশে গেছে। , যেমন জল, যেমন যারা তাদের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ একটি মহাসাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ এই সত্যটি ইঙ্গিত করে যে তিনি প্রতিটি কণার অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন যা একজন মানুষকে তৈরি করে এবং এই কণাগুলিকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণও তাঁর রয়েছে। এটি বোঝার জন্য একজনকে তাদের খাওয়া বিভিন্ন খাবার এবং তাদের কেনা আইটেমগুলির প্রতি প্রতিফলিত করা উচিত। এই খাবার এবং আইটেমগুলি বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি করা হয় যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে জন্মানো এবং চাষ করা হয়। আইটেম তৈরি করতে বা খাবার তৈরি করার জন্য তাদের একটি একক স্থানে একত্রিত করা হয়, যা পরে একটি দোকানে বা সরাসরি গ্রাহকের কাছে বিতরণ করা হয়। মানুষের যদি কোনো জিনিস তৈরি করার জন্য বা খাবারের থালা তৈরি করার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন উপাদান এবং অংশ সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকে তবে কেন আশ্চর্যের বিষয় যে মহান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ কণাগুলিকে একত্রিত করবেন? তাদের আবার জীবন দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির, ঠিক যেমন তিনি তাদের প্রথমবার জীবন দিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ার সাথে কোন ভুল হবে না কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন তাদের ডিএনএ এবং আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অধ্যায় 75 আল কিয়ামাহ, আয়াত 3-4:

"মানুষ কি মনে করে যে আমরা তার হাড়গুলোকে একত্র করব না? হ্যাঁ। [আমরা] তার আঙ্গুলের ডগা সমান করতে সক্ষম [এমনকি] সক্ষম।"

পরকাল - 28

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি সাধারণ মনোভাব যা প্রায়শই অমুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তারা প্রায়শই দাবি করে যে এটি বাস্তব হলেও, তারা সেদিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব অনেক মুসলমানকেও প্রভাবিত করেছে যারা কার্যত বিচারের দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং এর ঐতিহ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং কেবল দাবি করেন যে তারা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। এই মনোভাব বিচার দিবসে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করার সমস্যাটি হল যে কেউ মহান আল্লাহ সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস্যভাবে অসম্মানজনক এবং অভদ্র বিশ্বাস গ্রহণ করে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, মহান আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে সৎকর্মকর্তার সাথে সমানভাবে আচরণ করবেন, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করেছেন। যদি কোন জাগতিক বিচারক এইভাবে আচরণ করেন তবে তারা অত্যন্ত সমালোচিত হবেন এবং এমনকি তাদের পদ থেকে বরখাস্তও হবেন, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। যেহেতু মহান আল্লাহই সব ন্যায়বিচারক, একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং তাঁর প্রতি এমন নেতিবাচক মনোভাব আরোপ করতে পারে? মহান আল্লাহ, সৃষ্টির প্রতি তাঁর অসীম করুণা প্রসারিত করা একটি জিনিস কিন্তু যারা অবাধ্যতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদের ক্ষতি করে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচতে দেওয়া কেবল অন্যায়, যা মহান আল্লাহ তা করবেন না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যদি সকলকে ক্ষমা করে দিতেন, তারা যে কাজই করুক না কেন, তবে এটি এই পৃথিবীতে জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, কারণ এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য হল যারা ভাল কাজ করেছে এবং যারা করেনি তাদের মধ্যে পার্থক্য করা। . অর্থহীন জিনিস তৈরি করা মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা, মহিমা এবং প্রজ্ঞাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করে, সে কীভাবে তাঁর প্রতি এমন মূর্খতাকে দায়ী করতে পারে?

উপসংহারে, একজন মুসলমানকে কখনই এই মিথ্যা বিশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। কর্মের স্থান এই পৃথিবী, যেখানে বিচার দিবস কেবল পরিণতির স্থান। অতএব, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এই পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"সুতরাং সেদিন তাদের অজুহাত অন্যায়কারীদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং অধ্যায় 45 আল জাথিয়া, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে তাদের সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

পরকাল - 29

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এমন অনেক কারণ রয়েছে যা একজন মুসলমানকে বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, তবে আরও সূক্ষ্ম কারণগুলির মধ্যে একটি মাত্র আলোচনা করা হবে।

এই বিশ্বের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কার্যকলাপে ব্যর্থ হন তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় সুযোগটি প্রত্যক্ষ, যেমন একটি ব্যর্থ ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় দেওয়া, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সুযোগটি পরোক্ষ, যেমন একজন বিবাহবিচ্ছেদকারী অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। দ্বিতীয় সুযোগের ধারণাটি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ, প্রত্যেকেই মৃত্যুর বোনকে অনুভব করে: ঘুম, এবং এই সমস্ত লোকদের মধ্যে বেশিরভাগকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার আরেকটি সুযোগ দেওয়া হয়, যখন তারা জেগে উঠলে তাদের জীবন পুনরুদ্ধার করা হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মারা যায় না [তিনি তাদের ঘুমের সময় গ্রহণ করেন। তারপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের রক্ষা করেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে। এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।"

দ্বিতীয় সুযোগের এই ধারণাটি প্রায়শই একজন মুসলমানের মনে এমনভাবে খোদাই হয়ে যায় যে অবচেতনভাবে তারা এমন আচরণ করতে শুরু করে যেন তারা পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হলে বিচারের দিনে তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে। এটি শয়তানের একটি সূক্ষ্ম বিভ্রান্তি এবং কৌশল যা এড়াতে একজন মুসলিমকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি এতই সূক্ষ্ম যে কেউ এটি উপলব্ধি না করেই ব্যবহারিকভাবে এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে পারে , কেবল এই কারণে যে তারা এই ধারণার মধ্যে রয়েছে যে এই পৃথিবীতে তারা যেমন সর্বদা দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েছিল, বিচারের দিনেও তাদের কোনও না কোনওভাবে তা দেওয়া হবে।

এই সূক্ষ্ম বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সর্বোত্তম উপায় হল নিজের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যাতে একজন ব্যক্তি সর্বদা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির উপর অটল থাকে, যার সাথে জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করা। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

"...প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাই পার্থিব জীবন যেন আপনাকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক [অর্থাৎ শয়তান] দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না হয়।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe